কিশোর কাহিনী সিরিজ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দুধসায়রের দ্বীপ

অদ্ভুতড়ে সিরিজ

দুধসায়ারের দ্বীপ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

১

পুট বলল, আা , এই পুকুরটার নামই কি দুধের সর?”

খাসনবিশ চাখ কপালে তলে বলল, পুকুর! এই সমুদুরের মতো বিরাট জনিসকে তামার পুকুর বলে মনে হ ? শহরে ছলেদের দাষ কী জানো তা ! তারা সব জনিসকে ছাট করে দখে। তারা পাহাড়কে বলে টবি , বায়ালমাছকে বলে মারমাছ , বুড়োমানুষকে ভাবে খাক া। ওই হল তামাদের দাষ।

পুট অবাক হয়ে বলল, কিন্ত ামাসি য কালকেই বলছিল, যাই দুধপুকুরে চান করে আসি।

া ? তার কি মাথার ঠক আছে? স সুযিকে চাঁদ বলে মনে করে, মাঝরারিকে মনে করে বহান বলা , চারকে ভাবে দারোগাবাবু। তার ণের কথা আর বালো না।

তা হলে এটা পুকুর নয়?”

কনো নয়, কনকালেও নয়। রাজা তাপচ জীবনে ছাটখ াটো কাজ করেননি কখনও, ছাট কাজ করতে ভারী ঘা করতেন। তাঁর কথা ছিল, মারি তা গার , লুট তা ভাার। কুমড়োর সাইজের রসগাো খতেন , লাউয়ের সাইজের পান্তয়া। তাঁর তরোয়ালখানার ওজন ছিল ায় আধ মন।

এঃ, অত বড় তলোয়ার নিয়ে কউ যু করতে পারে?”

যু ! যু করার দরকারটা কী? তাপচ নিজেও তলোয়ারটা তলতে পারতেন না। কথাটা হল, উনি সবসময়ে বড়-বড় কাজ করতে ভালবাসতেন। নেছি একবার ঘুড়ি ওড়ানোর শখ হওয়াতে কুড়ি ফুট বাই কুড়ি ফুট একখানা ঘুড়ি তরী করিয়েছিলেন আর পিপের সাইজ লাটাই।”

ও বাবা! স -ঘুড়ি ওড়াল ক ?”

কউ না। ঘুড়ি মাটে আকাশে ওড়েইনি কিন্ত তাতেও রাজা তাপের নামডাক খুব বড়ে গিয়েছিল। এই য সমুদুরের মতো জলাশয় দখছ এও রাজা তাপের এক কীতি।

কিন্ত দুধের সর নাম হল কন ?”

দুধের সর নয় বাবা, দুধসায়র। সায়র মানে সাগরই হবে বাধ হয়। আর দুধের বাপ ারটাও সতি। তাপচ সায়র তরি করলেন বটে, কিন্ত তাতে থমটায় জল ওঠেনি। একদিন রাতে দখলেন মা-চামু একটা

দুধের পুকুরে চান করতে-করতে বলছেন, ‘ওরে তাপ , কিসের জারে তার এত বিষয়সি , এত পয়সাকড়ি তা ভবে দখেছিস ? মাট থকেই না তার এত আয় হয়। তা মাটকে কি কিছ দিস হতভাগা? ভাল চাস তা সায়রে ঘড়া-ঘড়া দুধ ঢাল। দুধ পলে বসুরা খুশি হয়ে জল ছাড়বে। নইলে ওই দহে কনকালেও জল হবে না। াদেশ পয়ে তাপচরে হকুমে তিন হাজার গয়লা ঘড়ী-ঘড়া দুধ ঢালতে লাগল। স একেবারে থইথই দুধ।’

এ মা, এত দুধ য ন হল।”

খাসনবিশ চাখ কপালে তলে বলল, ন কী গা ? তামরা শহরে ছলেরা ব সায়ে শিখে যাও অ বয়সে। দুধ ন হবে শহরে ছলেরা ব সায়ে শিখে যাও অ বয়সে। দুধ ন হবে কন ? মাটতে দুধ গিয়ে কীরকম সার হল বলো। তাইতেই তা আশপাশের জমি সব ণি ফল হয়ে উঠল। আর দুধপুকুরেও বান ডাকার মতো হ-হ করে মাট ফুঁড়ে জল বরিয়ে এল।

পুকুরে দুধ ঢালতেই জল বরিয়ে এল? হিঃ হিঃ, তা হলে নি য়ই গয়লারা দুধে খুব জল মিশিয়ে দিয়েছিল।

আঁ! বলে কী র খাকা ? কার ঘাড়ে কটা মাথা য দুধে জল মশাবে ? কিন্ত তমি মহা বি ছলে দখছি পুটবাবু। এইটকু বয়সে য কউ এত নাক হয় তা জানা ছিল না বাপু।

নাক মানে কী খাসনবিশদাদা?

নাক মানে হ যারা কিছ মানেটানে না। সব জনিস আজবি বলে উড়িয়ে দয়। তমি নাক হবে নাই-বা কন ? তামার বাপটাই তা একটা আ নাক।

তমি কমন করে জানলে য বাবা নাক ?”

জানব না? তাকে য এই এতটকু বয়স থকে কালে -কাঁখে করে বড় করেছি। আমার ব নাওটা ছিল। এখন ভারী চশমা চাখে এঁটে মাটা - মাটা বই পড়ে বটে, কিন্ত ছলেবেলায় মহা বি ছিল। কিছ বললেই তামার মতো চাখা -চাখা করত। তখন থকেই নাক।

না, বাবা মাটেই নাক নয়। বাবা তা বিনে বিসী , নাক হবে কন ?

ওই হল বাপু। বিন কি আর ভাল জনিস ? বিন আটম বাম বানায়, ভগবানের নামে নিমে করে, এঁটোকাঁটা মানে না।

হিঃ হিঃ, তমি য একটা কী না খাসনবিশদাদা। আা   শানো , তামরা কি বাতাসা দিয়ে দুধ খাও?”

ও মা, ও কী কথা? হঠাৎ বাতাসা দিয়ে দুধ খাওয়ার কথা উঠছে কন ?

ওই য দাখো , দুধের সরের মাঝখানে ঠক বাতাসার মতো একটা জনিস ভাসছে না?

খাসনবিশ একগাল হসে বলল, তা বটে ঠক। ওটা দখতে বাতাসার মতোই বটে। তবে দূর থকে বাতাসা বলে মনে হলেও ওট কিন্ত একখানা ীপ। তা ধরো দশ-বারো বিঘে জমি তা আছেই। ওটা ছিল   তাপরাজার বাগানবাড়ি।

কই, বাড়ি তা দখা যাে   না।

না বাপু, এত দূর থকে কি আর অত ঠাহর করা যায়? তা ছাড়া বড়-বড় গাছ আর আগাছায় সব ঢকে গছে। বাড়িরও ব   ভদশা , সাপখোপের আা।

কউ যায় না ওখানে?”

নাঃ! ক যাবে? গিয়ে হবেটাই বা কী? আগে কউ -কউ সানাদানা মাহর কুড়িয়ে পাবে বলে লাভে -লাভে যত। আজকাল আর কউ যায় না। খামোখা হয়রান হয়ে লাভটা কী?

কিন্ত পিকনিক করতে যতে পারে তা !

ওসব পিকনিক-টকনিক এখানে হয় না। এ গা-গ   জায়গা।

পুট বলল, কিন্ত আমরা যদি যাই?

খাসনবিশ একট গীর   হয়ে বলল, না যাওয়াই ভাল। সাপখোপ ছাড়াও অনসব জনিস আছে।

কী জনিস খাসনবিশদাদা?

খাসনবিশ মাথা চলকে বলল, তমি তা আবার নাক।   তামাকে বলেও লাভ নই।

তমি নিয়ই   বলবে, ওখানে ভূত আছে!

“বলব-বলব করছিলাম, তা তমিই যখন বলে দিলে তখন সতি কথাটা ীকার   করাই ভাল। এখানে ইদানীং ভূতের উৎপাত হয়েছে বলে নেছি।

আমি ভূততে   মানি না।

খাসনবিশ খিঁচিয়ে উঠে বলল, তা মানবে কন ? দুপাতা সায়ে   পড়ে তামরা সব গাায়   গছ। তবে কুনকে তা আর মিছে কথা বলার ছলে নয়।

কুনকে আবার ক ?

কুণ্ডবাড়ির ছলে কনি কুণ্ড, াসে ফা হয়। স আর পালপাড়ার ভালা দুজনেই চ দখে এসেছে।

কী দখেছে খাসনবিশদাদা?

তা আর তামাকে বলে কী হবে? বিস তা আর করবে না!

ভূতের গ নতে য আমার ভীষণ ভাল লাগে।

গ ? হঁ, তামার কাছে গালগ হলেও যারা দখেছে তাদের কাছে তা নয়।

না বললে কিন্ত তামার তামাক-টকে চরি করে লুকিয়ে রাখব।

চাখ কপালে তলে খাসনবিশ বলে, ও বাবা, তমি য দখছি টকের চয়েও বশি বি !

টকেটা তা হাঁদারাম, সাইকেল চালাতে পারে না।

তা না পাক , টকে সাঁতার জানে। তমি জানো?

ও আমি দুদিনে শিখে নব। এবার গটা বলো। কুনকে আর ভ ালা কী দখেছিল ?

কুনকে খুব হামাদ ছলে , ভয়ডর বলতে কিছ নই , বুঝলে?

স আমারও নই। তারপর বলো।

কথাই তা কইতে দাও না, কবল ফুট কাটো। হা ঁ, তা হয়েছে কী গতবার শীতের তেই তারা দুজন এক দুপুরবেলা একটা ডিঙ নৌকো বয়ে ওই ীপে গিয়েছিল।

ওরা নৌকো বাইতে পারে বুঝ ?

পারবে না? গাঁয়ের ছলেরা সব পারে। তামাদের শহরে ছলেদের মতো তা নয়।

আমিও দুদিনে শিখে নব। তারপর বলো।

তা তারা গিয়েছিল বজর ব্যা খুঁজতে।

ওখানে বজ আছে বুঝ ?

তাপরাজার আমলে মলাই ছিল। উনি খুব বজ পছ করতেন। তা সইসব বজ এখন ঝাড়েবংশে বড়েছে হয়তো।

এই য বললে ওখানে সাপখোপের আ্যা ! বজরা তা সাপলোকে মরেই ফলবে।

ওরে বাবা, জলের নিয়ম কি আর আমাদের মতো? সখানে সবাই থাকে। ঝগড়াঝাঁট খুনখারাপ হয়, আবার থাকেও একসঙ্গে সাপও আছে,

বজও আছে। তা সইখানে গিয়ে যখন জলের মধে দু’জনে বজ খুঁজছিল সই সময়ে হঠাৎ দ খতে পায় একটা খুব লা ল াক সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সটাই কি ভূত?

আঃ, ফর কথা বলে! হা ঁ বাপু, সটাই ভূত।

যাঃ, লা লাক হলেই বুঝ ভূত হয়? তা হলে আমার নসু কাকাও তা ভূত।

ওরে বাপু, লার তা একটা বাছবিচার আছে! তিন-চার হাত লা হলে কথা ছিল না, এ-লাকটা য সাত-আট হাত লা।

তার মনে কত ফুট?

তা ধরো দশ-বারো ফুট তা হবেই।

ল মারছ খাসনবিশদাদা।

এইজনই তামাকে কিছ বলতে চাই না।

দশ-বারো ফুট লা কি মানুষ হয়?

মানুষ হলে তবে তা !

তা স -লাকটা কী করল?

কী আবার করবে? লাকটা একটা নারকোল গাছে হলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে চয়ে ছিল। ওরা কি আর কিছ দখেছে ? ওরকম ঢাঙা একটা লাককে দখেই পড়ি কি মরি করে দীড়ে এসে ডিঙতে উঠে পালিয়ে এসেছে।

দুপুরবেলা?

হা ঁ, ঠক দুপুরবেলা। কথাতেই তা আছে, ঠক দুক্কুরবেলা, ভূতে মারে ঢলা ।

২

বিদাধরপুর গাঁয়ের একট তফাতে জলের মধে বুড়ো শিবের পুরনো মর। মরের গায়ে ফাটল ধরে তাতে অখের চারা উঁকি মারছে, দওয়ালে শাওলার ছাপ , তকের বাসা। আজকাল লাকজনও বিশেষ আসে না। ধু জগাপাগলা আর ভলু কুকুর রাজ সবেলা হাজর থাকে।

পাঁড় পুরোহিত রসময় চবত সাপূজা সরে বরিয়ে এসে দখেন জগাপাগলা চাতালের ওপর নিজের ঝালাটাকে তাকিয়ার মতো করে আধশোওয়া হয়ে গভীর চিায় ম। আর চাতালের সিঁড়ির নীচে ভলু মহা আরামে টসুট মরে ঘুমো।

রসময় চবত লনটা পাশে রখে চাতালে বাবু হয়ে বসলেন। জগাপাগলার স রাজই তাঁর কিছ কথাবাতা হয়। লাকটা পাগল হলেও তাকে খারাপ লাগে না চাে মশাইয়ের।

শরৎকাল এসে গছে। এ-সময়ে সরে পর একট হিম পড়ে। জগার গায়ে একটা সবুজ রঙের গরম কাপড়ের কাট , আর পরনে কালো পাতলুন। রসময় ল করলেন, পাশাকটা বশ নতন।

আজ কী নিয়ে ভাবনায় পড়লে হ জগা? বড় তয় দখছি য !

জগা স াজা হয়ে বসে গা ঁফদাড়ির ফাঁক দিয়ে একট হাসল। তারপর বলল, আ , ব সমসায় পড়ে গছি।

কী নিয়ে সমসা ?

খিচড়ি? স তা ভাল জনিস। সমসাটা কাথায় ?

সমসা আছে। ধন চালেডালে মিশিয়ে স করলে তা খিচড়ি হয়, না কি?

তা বটে।

কিন্ত ডালভাত মাখলে তা তা হ না।

না, তা হ না।

ওইখানেই তা সমসা। চালেডালে স করলে খিচড়ি, আর চাল আলাদা ডাল আলাদা স করলে ডালভাত, এটা কন হ বলুন তা ঠাকুরমশাই?

ও বাবা, এ তা জটল দখছি।

খুবই জটল। যত ভাবছি তত জট পাকিয়ে যা। কউই কানও সমাধান দিতে পারছে না। আপনি তা মলাই শাটা জানেন, আপনি

বলতে পারেন না?

না বাপু, শাে   খিচড়ির কথা পাইনি।

গাবির   কাছে গিয়েছিলুম। তা স বলল, খিচড়িও আসলে ডালভাতই। ে ন এমন রাগ হল! এই বিদে নিয়ে গাবি   নাকি আবার কলেজে সায়ে   পড়ায়। ছাঃ ছাঃ।

তা বাপু, খিচড়ির কথাই ধু   ভাবলে চলবে কন ? ধরো দুধে চালে স   করলে পায়েস, আবার দুধে ভাতে মাখলে দুধভাত। এটাই-বা কমন করে হে ?

ভারী বির   হয়ে জগা বলল, আহা, খিচড়ির কথাটাই আগে শষ হাক , তবে না পায়েসের কথা। আলটপকা খিচড়ির মধে পায়েস এনে ফললে একটা ভজঘট লগে যাবে না?

রসময় মাথা নড়ে বললেন, তা বটে, তা হলে খিচড়ির কথাটাই শষ করো বাপু, তারপর বাড়ি যাই।

জগা বলল, বাড়ি যাবেন যান, কিন্ত তা বলে খিচড়ির কথাটা এখানেই শষ করা যাে   না। এ-নিয়ে আরও ভাবতে হবে।

সিঁড়ির নীচে ভলু ঘুমোল   , হঠাৎ একট ভকভক আওয়াজ করল।

রসময় উঠতে-উঠতে বললেন, নাঃ, আর রাত করা ঠক হবে না। মাহনপুরার জলে   নাকি বাঘের উৎপাত হয়েছে। জলটা   তা বশি দূরেও নয়।

জগা দাড়িগোঁফের ফাঁকে একছটাক হসে বলল, বাঘের খবরে ভয় পলেন নাকি ঠাকুরমশাই?

বাঘকে ভয় না খায় ক বাপু?

জগা মাথা নড়ে বলল, আমারও ভয় ছিল খুব। তবে নিতহরি কবরেজ অয়াবাবুর   বাতবাধির জন কী একটা ওষুধ বানাবেন বলে বাঘের চবি খুঁজছেন, তা আমি সদিন কথায়-কথায় জসে   করেছিলুম, বাঘের চবি তা আর হাটে-বাজারে পাওয়া যাবে না, তা দামটা কীরকম দিনে ? নিতহরি কবরেজ পাঁচটা আঙুল দখিয়ে বলল, বাপু র , জাগাড় করে যদি দিতে পারিস তা হলে   তি সর পাঁচ হাজার টাকা দর দব , ওই দর নেই   ভয়ডর চলে গল , সই থকে আমি জুতসই একটা বাঘ খুঁজে বড়া।   চবি তা নিতহরি নবেই , বাঘের ছালেরও নাকি অনেক দাম, তারপর নখ-দাঁত সবই নাকি ভাল দামে বি   হয়। একটা বাঘ জাগাড় হলে এখন দিনকতক বশ পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাওয়া যায়, কী বলেন?

তা হলে তা মাহনপুরার বাঘটার কপাল খারাপই বলতে হয়। তা বাপু, বাঘটাকে মারবে কী দিয়ে? ধু হাতে নাকি?

জগা গীর হয়ে মাথা নড়ে বলল, আ না, অর আছে।

বটে! তা হলে তা নি। তা অরটা কী? ব ুক নাকি?

খিকখিক করে খুব হাসল জগা, তারপর মাথা নড়ে বলল, ব ুক আবার একটা অর !

তবে কি কামান?

স আছে একটা জনিস , বাঘ মারার অর কিনব বলে শীতলাতলার হাটে গিয়ে খা ঁজাখুঁজ করছিলুম এই শনিবার, তা বাঘ মারব নে সবাই হাসে, কউ মাটে আমলই দ য় না, আজকাল ফচকে লাকের সংখা মেই বডড বাড়ছে, ল করেছেন কি ঠাকুরমশাই?

তা আর বলতে!

তাই বড় দমে গিয়েছিলুম। একজন তা বলেই ফলল , 'ও জগা, তমি য বাঘ মারতে চাও এ-খবরটা যদি বাঘের কানে পীছে দিতে পারো তা হলে আর চি নই। বাঘ হাসতে হাসতে পটে খিল ধরে নিজেই মরে যাবে।' বলুন তা ঠাকুরমশাই, এসব কথা নলে কার না রাগ হয়?

হা ঁ, তা রাগ তা হতেই পারে।

হরিখুড়ো কী বলল জানেন? বলল, 'বাঘ মারবে কী হ , ছাঃ ছাঃ। কথায় বলে মারি তা গার , লুট তা ভাার , বাঘ মারবে ক ান দুঃখে। মারলে গার মারো।'

এ ত া হরিখুড়োর বড় অনায় কথা। গারের চাইতে বাঘই বা কম যায় কিসে!

স -কথা আর ক বুঝছে বলুন, শামাপদবাবু তা আর এক কাঠ সরেস। বললেন কি, ওহে জগাভায়া, বাঘকে মারতে যাবে কান দুঃখে? জা বাঘের য অনেক বশি দাম। এই তা নবীন সাহা লাহার কারবার করে সদ বড়লোক হয়েছে, হাতে অঢেল পয়সা। কুকুর, বড়াল , গা , ঘাড়া পুষে অচি ধরেছে। এ বার বাঘ পাষ ার শখ। লাখ টাকা দিয়ে কিনে নবে। তমি ধু ধরে দাও।

বটে! ঠাাই করল নাকি?

তা ক জানে! নবীনের পয়সা আছে, কথাটা মিথে নয়। তবে ঠাকুরমশাই, কথাটা নে নিমাই যা বলল তা একেবারে ধাামো। বলল কি, বাঘ ধরা তা সাজা বাপার , হইল বড়শিতে একটা পাটা গথে ঝুলিয়ে দিয়ে

গাছের ওপর বসে থাকো। বাঘ এসে কপাত করে পটাকে গিললেই গথে তলে ফলবে। ' নুন কথা, বাঘ যন পুকুরের মাছ! বাঘকে কি অত ততাল করা ভাল?

উহঁ, উহঁ, মাটেই ভাল নয়। ওতে বাঘ আরও কুপিত হয়ে পড়েন, তা হলে ত ামাকে নিয়ে হাটের মধে একটা শারগোলই পড়ে গিয়েছিল বাধ হয়?

য আে , মলা লাক ঘিরে দাঁড়িয়ে হাসাহসি করছিল। অমন একটা তর কথায় য লা ক এমন হাসাহসি করতে পারে তা জে দখিনি !

অনায় কথা, খুবই অনায় কথা।

আে , এইজনই তা দশটার উতি হল না।

তা যা বলেছ!

ধু বামাচরণবাবুর মতো লাক দু-একজন আছে বলেই যা একট ভরসা।

তাঁকে আমিই কি চিনতম নাকি? শীতলাতলার হাটেতেই চনা হল। বড় ভাল লাক। সাঁঝের মুখে যখন ফিরে আসছি তখনই হঠাৎ লাপান একটা লাক এসে কাঁধে হাত দিয়ে খুব হাসি-হাসি মুখ করে বলল, জগাভায়া কি কিছ খুঁজছ নাকি? আমি বললুম, আর বলবেন না মশাই, একটা অর জাগাড় করতে এসে কী হনাটাই হল!

তখন উনি বললেন, স আমি নিজের চাখেই দখেছি , আমি এই পাশের গাঁয়েই থাকি, নাম বামাচরণ মিরি , তামাকে বিলণ চিনি। সতি বলতে কী, তামার মতো বুকের পাটাওলা লাক দুট দখিনি। বাঘটা আমাদের গাঁয়েও উৎপাত করছে খুব। পর রাতেই তা হমবা বুর গাটা মারল, কিন্ত কউই বাঘটা মারার জন কিছ করছে না। দারোগাবাবু সদাশিব আর শিকারি নাদু মকিের ভরসায় সবাই বসে আছে। তা তারাও তা বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না। দারোগা সদাশিব নাকি আজকাল গজল শিখছেন, গান নিয়েই ব। আর নাদু মকিের নতন নাতি হয়েছে। সই নাতি নিয়েই আাদে মতে আছেন, ব ুক ছঁয়েও দখেন না। এখন ভরসা তমি।

কথাটা নে খুব সন্ত হলুম। হা ঁ, এই একটা বিবেচক লাক , তা বললুম, বাঘ মারব কিন্ত অর কই? ধু হাতে তা আর বাঘ মারা যায় না

মশাই তখন বামাচরণবাবু আমার কানে-কানে বললেন, 'অরের অভাব হবে না, অভাব তা ধু শিকারির, আমি তামাকে মাম অর দব। '

তা দিল নাকি অর ?

খিকখিক করে হসে জগা বলল, দয়নি আবার!

রসময় দ্যু হয়ে বললেন, দিয়েছে! তা কী অর দিল?

স আর আপনার নে কাজ নই।

বামাচরণ য -ই হাক , পাগলের হাতে অশ দওয়াটা য ভাল হয়নি, এটা নিয়্ই। রসময় উি গলায় বললেন, "দখো বাপু, জনিসটা সামলে রখো , বাঘ মারতে গিয়ে আবার মানুষ মরে বাসো না।

আে না, স -ভয় নই। মারার মতো মানুষই বা পাব কাথায় ? চারদিকে যাদের দখছি সব তা আধমরা মানুষ। এদের আর মরে হবে কী?

রসময় বললেন, তা অবশ খুব ঠক কথা, তা অরটা কি একেবারে বিনি মাগনা-ই দিল নাকি? পয়সাকড়ি চাইল না?

আে না, তবে কথা আছে।

কী কথা?

অরের জন পয়সা দিতে হবে না বটে, কিন্ত একটা কাজ করে দিতে হবে।

খত -টত কাপাতে হবে নাকি?

ওসব নয়। ছাট কাজ আমি ছ ড়ে দিয়েছি, এই তা সদিন ভূপতি চাটজে তার গায়াল পরিার করাল, সারা দিনমান উদয়া খটে গায়ালঘরখানাকে তাজমহল বানালুম, কিন্ত কী জুটল জানেন? তিনটে টাকা, একথালা পাা আর একছড়া তঁ তল, একট ড় চয়েছিলুম , তাইতে চাটজেগিি এমন খাক করে উঠল! না মশাই, ছাটখাটো কাজ আর নয়, ব ঘা ধরে গছে। নগেন পালের ময়ের বিয়েতে কম খটেছি মশাই? বাজার থকে গমাদন মাল টনে আনা, মারাপ বাঁধার জাগালি খাটা, ঝটপট দওয়া , জল তালা , কী জুটেছিল জানেন? সবার শষে খতে দিল একটা ঘাট আর ভাত। বলল, সব জনিস ফুরিয়ে গছে। হাতে মাটে পাঁচট টাকা জে দিল, ছাঃ ছাঃ ছাট কাজ কি ভলোকের পাষায় ?

অতি নায কথাই বলেছ বাপু। ওসব কাজ তামাকে মানায়ওনা, তা এ-কাজটা বশ মানানসই পয়েছ তা ?

জগা ঘাড় কাত করে বলল, দিবি কাজ, একখানা জনিস ধু দুধসায়রেরীপে রখে আসতে হবে।

বিত   রসময় বলে উঠলেন, বটে! তা জনিসটা কী?
বলা বারণ, তবে পাঁচ কান যদি না করেন তা বলতে পারি।
পাঁচ কান করতে যাব কান দুঃখে?
তা হলে বলি, রাজা তাপের একখান শূল আছে, জানেন তা।
ক না জানে। তাপরাজার শূল বিখাত জনিস। দড় মন ওজন।
সইটেই।
রসময় চাখ কপালে তলে বললেন, বলো কী হ ! রাজা তাপের শূল সরাবে, তামার ঘাড়ে কটা মাথা? হয়া পালোয়ান আর দুই ছলে যখের মতো রাজা তাপের বাড়ি পাহারা দিে , তাদের মতো লঠেল তাটে নই , তার ওপর তাদের দলবল আছে, তারা সব রাজা তাপের খাস তালুকের জা। সই আদিকাল থকে বংশানুমে রাজা তাপের বাড়ি পাহারা দিে , তামার াণটা য যাবে হ।
একট কাচমাচ হয়ে জগা বলল, সইটেই যা মুশকিল, তা অর দখালে ভয় পাবে না?
অর দখাবে ? কী অর তাই তা বুঝলুম না।
এই য ! বলে ঝালায় হাত পুরে একখানা পিল গাছের জনিস বর করল জগা। তারপর খিকখিক করে হসে বলল, আে এসব খুব সাাতিক জনিস।
সাাতিক কিনা রসময় তা জানেন না, তবে জনিসটা দখে তাঁর খলনা পিল বলেই মনে হল, একট হসে বললেন, ওরে বাপু, ওরা ওসব খলনা দখে ভয় পাওয়ার লাক নয়। রাজা তাপের বাড়িতে চরি-ডাকাতির চা বড় কম হয়নি, কিন্ত আজ অবধি কউ কুটোগাছট সরাতে পারেনি।
জগা ম হয়ে বসে রইল কিছণ। তারপর বলল, ‘অরটাকে কি খলনা বলছেন ঠাকুরমশাই?
রসময় একট সতক গলায় বললেন, তা ক জানে ওসব কখনও নাড়াঘাটা করিনি বাপু, জনিস। তবে মনে হয় ও সব ছাটখাটো অরকে ভয় খাওয়ার পা নয় হয়া , আরও একটা কথা বাপু, এত জনিস থাকতে রাজা তাপের ওই পায় শূল দিয়েই বা তামার বামাচরণবাবু কী করবেন?
জগা মাথা নড়ে বলে, আমিও জানি না, তবে বলছিলেন, শূলখানা পাচার করতে পারলে একদিন পট পুরে ভনি খিচড়ি আর ইলিশমাছ ভাজা খাওয়াবেন, ভনি খিচড়ি কখনও খয়েছেন ঠাকুরমশাই?”

এক-আধবার।

ওফ, স রাজরাজড়ার ভাজ , তার সে হাতাদুয়েক গরম ঘি হলে আর কথাই নই , তা সসব কথাও হয়েছে বামাচরণবাবুর সে। পাঁপড়ভাজা হবে, ইলিশের ডিমের বড়া থাকবে, শষ পাতে চাটনি আর দই।

এত কথাও হয়েছে নাকি?

আে। কথাবাতা একেবারে পাকা।

কিন্ত শূলখানা য সরাবে সট া কিন্ত চরির শামিল। চরি করা কি ভাল কাজ হ জগা? অরটা বরং তমি বামাচরণবাবুকে ফরত দিয়ে এসো গ। বলো, এ-কাজ আমার ারা হবে না।

তা হলে বাঘ মারব কী দিয়ে ঠাকুরমশাই? অরটাকে আপনার বিাস হে না তা ঠাকুরমশাই? তবে এই য দখুন —

বলে পিলটা তলে জগা ঘাড়াটা টপে দিল।

য কাটা হল, রসময় তার জন স্ত ত ছিলেন না, বিকট একটা শ আর সইসে আনের ঝলক তলে একটা ড লের মতো জনিস ছিটকে গল, গাছ থকে একটা কাক মরে পড়ে গল বাধ হয় নীচে, পাখিরা তমুল চিৎকার করতে লাগল। ভলু লজ টয়ে কউ -কউ করতে লাগল, রসময় নভাবটা কাটয়ে নিয়েই লাফ মরে পড়ে দীড়তে লাগলেন। পছনে পছনে জগাও।

জগার হাত থকে পিলটা ছিটকে পড়েছিল ঘাসের ওপর।

কাকটা মরে পড়ে আছে একটা জামগাছের তলায়। রসময়ের লনের ান আলোয় জায়গাটা ভতড়ে দখাে।

মরের পছনের অকার বাঁশঝাড়ের ভতর থকে একট ছায়ামূতি সপিল গতিতে বরিয়ে এল। তার গায়ে কালো পাশা ক। মুখটাও ঢাকা। একটা জারালো টচের আলো ফলে স কিছ একটা খুঁজল। তারপর পিলটা দখতে পয়ে কুড়িয়ে নিল। এবার টচের আলো গিয়ে পড়ল মরা কাকটার ওপর। ছায়ামূতি একট ইতত করে মরা কাকটার ঠা ং ধরে হাতে ঝুলিয়ে দালাতে -দালাতে সামনের দিকের বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে অদৃ হয়ে গল।

আধঘা বাদে লাকলর , টচ, লন আর লাঠ সমেত রসময় আর জগা ফর ফিরে এল মরের চাতালে। সকলেই ভীষণ উজেত।

রসময় বলে উঠলেন, ওই য ওই জায়গায় পিলটা পড়ে ছিল, আর ওইখানে কাকটা।

কিন্ত টচের আলোয় কউ কাথাও কিছ খুঁজে পল না।

রসিক পাা মান গাছের লাক। চারদিক দখেটেখে বলল, রসময়, আজকাল গাঁজাটাজা খা না তা ?

রসময় উজেত হয়ে বললেন, এই তা জগা সাী আছে। ঝ ালা থকে পিল বর করল, পিল ফুটল, ড ল ছটে গল , কাক মরল—এ য একেবারে নিযস সতি ঘটনা।

জগা জড়সড় হয়ে বলল, আে তাই। অরটা য ওরকম স্যাাতিক , তা তা জানতম না।

রসিক বলল, এ য দখছি চারের সাী গাঁটকাটা। তবু চলো, আরও ভাল করে খুঁজে দখা যাক। মরের ভতর -বার কাথাও বাদ রখো না হ তামরা।

কিন্ত বির খা ঁজাখুঁজ করেও কিছই পাওয়া গল না। বি ু নামে একটা ছলে গাছতলায় টচের আলো ফলে কী দখছিল। স হঠাৎ বলে উঠল, রসিকদা, ঘটনাটা মিথে নাও হতে পারে। এখানে ঘাসের ওপর একট ররে দাগ দখা যাে কিন্ত। আর কয়েকটা কাকের পালক।

সবাই গিয়ে জায়গাটায় জড়ো হল। কয়েকটা টচের আলোয় বাবিকই ইতত ছড়ানো কয়েকটা কাকের পালক আর ঘাসের ওপর ররে ছিট-ছিট দাগ দখা গল।

রসিক পাা সাজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, রসময়, একবার য থানায় যতে হে !

কন ভাই?

ঘটনাটা যদি সতি হয় তবে থানায় একটা এলো দিয়ে রাখা দরকার। আর বামাচরণকেও খুঁজে বর করতে হবে। কমন লাক স ? যার-তার হাতে পিল তলে দয় —এ তা মাটেই ভাল কথা নয়! এর-পর তা হাটে-বাজারে আটম বামা বিলি হবে।

৩

দারোগা মদন হাজরা খুবই করিৎকমা লাক। পরদিন সকালে তিনি দলবল নিয়ে আকশনে নমে পড়লেন। বলা বারোটার মধে পাঁচ-ছটা াম থকে মাট এগারোজন বামাচরণকে ফতার করে থানায় নিয়ে আসা হল। তাদের মধে পনেরো থকে পঁচাশি সব বয়সের লাকই আছে। কউ ব ঁটে, কউ লা , কালো কুচকুচে মাচ। একটা লা দড়ি দিয়ে এগারোজনকেই কামরে ব ঁধে সারি দিয়ে দাঁড় করানো হল।

দৃশটা দখে মদন হাজরা খুবই খুশিয়াল হাসি হাসলেন। তিনি রাগাভোগা মানুষ, বারোমাস আমাশায় ভাগেন। লাকে তাঁকে আড়ালে চিমসে দারোগা বলে উখে করে, তিনি জানেন। তিনি য একজন ডাকসাইটে মানুষ, এ-বিাস কারও নই। তাই সুযোগ পলেই তিনি নিজের কৃতি দখানোর চা করেন। আজ এগারোজন বামাচরণকে ফতার করার পর তিনি খুবই আাদ বাধ করছিলেন। ঝালা গা ঁফের ফাঁকে ফিচিক-ফিচিক হাসতে-হাসতে তিনি জগাকে ডকে বললেন, ‘এই য জগা, তাট ঝটয়ে সবকটা বামাচরণকে ধরে এনেছি। এবার বাছাধন, তামার বামাচরণটকে দখিয়ে দাও তা ? বশ ভাল করে খুঁটয়ে দখে তবে বলবে, বুঝলে তা !’

জগারও আজ আাদের সীমা নই। থানার সামনে মলা লাক জড়ো হয়েছে। সপাইরা ভিড় সামলাতে হিমশিম খা। বামাচরণরা সবাই এবং জড়ো হওয়া মানুষেরা তার দিকেই একদৃ তাকিয়ে আছে। নিজেকে ভারী কবিষ ্ট মনে হল জগার।

স উঠে থম লাকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, লাকটা ছ ফুট লা , তমনই চওড়া, বিরাট পাকানো গা ঁফ, চাখদ ুটো বাঘের মতো ু ু।

জগা একগাল হসে বলল, আ , ইনিই সই বামাচরণ। একেবারে হবহ তিনিই—

লাকটা চাখ পাকিয়ে বাজখাই গলায় বলল, আ ঁ।

জগা দুহাত পছিয়ে গিয়ে বলল, আ না। আপনি না। বামাচরণবাবুর বাধ হয় গা ঁফ ছিল না।

তীয়জন ব ঁটেখাটো, মাথায় টাক, দাড়িগোঁফ কামানো। জগা তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে কিছণ নিরীণ করে বলে উঠল, আরে। এই তা বামাচরণবাবু! এই তা সই —

লাকটা দাঁতে দাঁত পিষে বলল, ইয়াকি হে ! ইয়াকি মারার আর জায়গা পাওনি, হনুমান কাথাকার।

জগা চাখ মিটমিট করতে-করতে বলল, আে ইনি হবেন কী করে? বামাচরণবাবুর য বা গালে আঁচিল ছিল।

তৃতীয়জন পাকা দাড়িওলা বুড়ো মানুষ। চশমার ফাঁক দিয়ে জগাকে দখছিলেন। হাতে লাঠ।

জগা গদগদ হয়ে বলল, পাম হই বামাচরণবাবু, কতদিন পরে দখা ! সই য হাটে বাঘ মারার অরটা দিলেন, তারপর আর দখাই নই ! ভাল আছেন তা ! বাড়ির খাকাখুকিরা সব ভাল?

একট কাঁপা-কাঁপা গলায় বুড়ো বামাচরণ বললেন, হাতের লাঠটা দখছ তা ! এমন দব কয়েক ঘা—

জগা সে -সে মাথা নড়ে বলে, আরে না, আপনার কথা হে না, আপনার কথা হে না। সই বামাচরণের তা দাড়িই ছিল না মাটে।

চতথজন বয়সে ছাকরা , ভাল করে দাড়িগোঁফ ওঠেনি। জগা মিটমিট করে তার দিকে চয়ে থকে গলাখাকারি দিয়ে বলল, বামা না। উঃ, কী সাাতিক জনিসই দিয়েছিল বাপ! কী শ , কী তজ অরটার।

ছাকরা ফাচ করে হসে বলল, জগাপাগলা, এক মাঘে শীত যায় না, বুঝলে! আমার জগী াবের ছলেরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ঢ়িল মরে তামার মাথার চাঁদি উড়িয়ে দবে আজ—

জগা গীর হয়ে বলল, আমি কি তাকে কিছ বলেছি র বামা? বল তা , বলেছি? ওরে, আমার সই বামাচরণের য পায় দাড়িগোঁফ ছিল, তই তা দুধের শি।

পমজন বশ লা একহারা চহারার মানুষ। মুখখানা ভারী বিনয়ী। জগা তার দিকে এগিয়ে যতেই লাকটা চাপা গলায় বলে উঠল, জলিপি খাবে বলে জমাসে য আড়াইটে টাকা ধার নিয়েছিলে সটা এবার ছাড়ো তা বাপু। নইলে দারোগাবাবুকেই কথাটা বলতে হয়।

জগা সে -সে মাথা নড়ে বলল, এ নয়। এ একেবারেই বামাচরণ নয়। কিছতেই নয়। এ হতেই পারে না।

ষজন এক আখাা তাকি। কাঁচাপাকা দাড়ি, রার , কপালে কা তল -সিঁদুরের তিলক, চাখ দুখানা লাল, চহারাখানাও পায়।

জগা হাসি-হাসি মুখে তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, বামাবাবু য ! ক'দিনেই চহারাখানা কিয়ে একেবারে আকে হয়ে গছে দখছি ? তা

বামাবাবাজ —

তাকি বনিঘে াষে বলে উঠল, জয় শিবশো ! জয় মা তারা! তার মাথায় বাঘাত হবে র জগা, এই দিলুম তাকে অভিশাপ—

তাকি অভিশাপ দওয়ার জন হাত তলতেই জগা চট করে বসে পড়ল। তারপর একলাফে সরে চারদিকে চয়ে অভিশাপটা কাথায় পড়ল তা খুঁজে দখতে -দখতে বলল, তা বাজটা কাথায় পড়ল বাবাজ ?

পড়েনি। পড়বে। তার নিার নই র জগা—

জগা খুব অভিমানের গলায় বলল, দিয়েই ফললেন নাকি শাপটা?

এখনও দিইনি। এই দি —

থাক, থাক। আপনি মাটেই সই বামাচরণ নন। সই বামা পিল নিয়ে ঘারে , বাজ নিয়ে নয়।

সমজন রাগ াপাতলা চালাক-চালাক চহারার একজন ল াক। বাহারি স গা ঁফ, বাবরি চল, ঠা ঁটে পানের দাগ।

বামাচরণ তার কাছাকাছি যতেই লাকটা খুব মিহি গলায় বলল, পর হাটগে আমাদের ফুরা অপেরার কৃাজ ুন পালা হে। গিয়ে আমার নাম বালো গটমানকে , বামাচরণ বিাস , একেবারে সামনের সারিতে বসিয়ে দবে।

জগা একগাল হসে বলে, কনকালে দখিনি মশাই আপনাকে।

অমজন মাঝবয়সী একজন নিরীহ লাক। এতণ ফাচ -ফাচ করে কাঁদছিল। জগা তার সামনে যতেই ভউ -ভউ করে কঁ দে উঠে বলল, এত হনাও কপালে লখা ছিল ভাই জগা? সারা জীবন গরিব-দুঃখীর জন এত করলুম, শষে আমাকে কিনা পুলিশে ধরল?

জগা স -স কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, আহা-আহা, কাঁদো কন বাপু? গরিব-দুঃখীর জন খুব করো বুঝ তমি?

লাকটা চাখে হাত চাপা দিয়ে মাথা নড়ে বলে, করতে আর পারলুম কই? যতবার গরিব-দুঃখীর জন কিছ করতে যাই ততবার আমার মাসি আমাকে বলে, ‘ওরে বামাচরণ, তার মতো গরিব, তার মতো দুঃখী আর ক আছে? তাই আর কিছ করে উঠতে পারলাম না র ভাই!’

লাকটা জগার কাঁধে মুখ গা ঁজার চা করায় জগা একট সরে দাঁড়িয়ে বলল, আহা, আর কাঁদে না। তামাকে না হয় ছড়েই দি।

ছাড়বে কন ভাই। বরং ফাটকেই দাও। তাও তা এরা দুবেলা দুট খতে দবে।

নবমজন ঢলু ঢলু চাখের একজন বশ বাবু চহারার যুবক। মুখে কানও দু্য নই। নন করে একটা সুর ভাঁজছিল।

জগা তার সামনে দাঁড়াতেই লাকটা জসে করল, বলো তা কী রাগ?

জগা তট হয়ে বলে, রাগারগির কী আছে? আমি কি বাপু, রাগের কথা কিছ বলেছি?

লাকটা মৃদু হসে বলল, পারলে না তা ? এ হল বহাগ। আা এবার শানো —

লাকটা ফর নন করে সুর ভাঁজতে লাগল। ভারী আনমনা।

দশ নর লাকটা খুবই ব ঁটে। জগার কামরসমান হবে।

জগা একট বুকে দখে বলল, বামাবাবুই মনে হ যন !

লাকটা গীর হয়ে বলল, তা তা বটেই। অধমের নাম বামাচরণ সরখেল। আমার মামার ক জানো? ডাকসাইটে উকিল হিদারাম রায়। জজেরা তাকে দুবেলা সলাম ঠাকে। আমার পিসততো শালা হল গয়েশপুরের দারোগা দাশরথি দাস। আমার খুড়র ক জানো? কালিয়াগরে —

জগা একট রগে গিয়েই বলল, থাক, থাক, মশাই, আপনার আর বামাচরণ হয়ে কাজ নই ।

এগারো নর এক বুড়োথুথুড়ে মানুষ। তাকে দখেই বিকট গলায় বলতে লাগল, ‘কা কা কা র তই? অলয়ে ! পাজ। ছুঁচো! কন ধরে এনেছিস র আমায়? আমার চান-খাওয়ার সময় হয়নি নাকি র ? আ ঁ, এখন বাজে কটা খয়াল আছে?

জগা তাড়াতাড়ি পরের লাকটার সামনে গিয়ে একটা নিরে াস ছড়ে বলল, এই য ! পয়ে গছি দারোগাবাবু! এই হল সই বামাচরণ। একেই ভাল করে ধন।

লাকটা চাখ পাকিয়ে বলল, ইয়াকির আর জায়গা পলে না? আমি আবার বামাচরণ হলাম কবে? আমি এই থানার সপাই লবাগ সিং।

জভ ক টে কানে হাত দিয়ে জগা বলল, সপাইজ ! ছিঃ ছিঃ, ব ভল হয়ে গছে।

কা দখে বাইরের জমায়েত লাকজন হাঃ হাঃ করে হাসতে লগেছে। আর এগারোজন বামাচরণ সমরে চ ঁচা , আমরা দখে নব। এইভাবে কাম র দড়ি ব ঁধে হাজারটা লাকের সামনে এই য আমাদের

হনা হে এর তিশোধ আমরা নবই। মদন দারোগার নামে মামলা করব আমরা। জল খাটয়ে ছাড়ব”...ইতাদি।

মদন হাজরার মুখের হাসি মিলিয়ে গছে, গা ফ ঝুলে পড়েছে, চঁচামেচি নে দুহাতে কান চাপা দিয়ে মদন হঁকে বললেন, সসানে খালাস! সসানে খালাস। ওরে ক আছিস, বামাচরণদের কামরের দড়ি খুলে দ ...

এক নর বামাচরণ এগিয়ে এসে মদনের টবিলে এক পায় চাপড় মরে বলল, ধ ু ছড়ে দিলেই হবে? আমার য অপমান হল তার জন এক ল টাকা তিপূরণ চাই।

অন বামাচরণরাও এককা হয়ে চঁচাতে লাগল, আমি দড় লাখ চাই। ..আমার সারাদিনের ববস া ন , পাঁচ লাখের নীচে নামতে পারব না। ...আমার দশ লাখ...

শিগগির বামাচরণদের সসানে ঘাড়ধা দিয়ে থানা থকে বর করে দ ।

চঁচামেচি হইহগোলে চারদিকে তলকালাম হতে লাগল। য -সপাইটা বামাচরণদের ঘাড়ধা দিতে গিয়েছিল তাকে এগারোজন বামাচরণ পড়ে ফলল। মদন হাজরা হা-া হয়ে বসে হা-হা করে হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, যত নরে গাড়া হল ওই জগাপাগলা। ওরে লবাগ সিং, ওটাকে ধরে হাজতে পুরে দ তা। তারপর বা টাকে এমন ধালাই দিতে হবে য —

ঠক এই সময়ে ভিড়ের ফাঁক দিয়ে স হয়ে রসময় চবত এসে সামনে দাঁড়ালেন, হাতজোড় করে বললেন, ‘বড়বাবু কাথায় যন একটা ভল হে। ’

ভল! কিসের ভল?

বলছিলুম য , বামাচরণ কাঁচা লাক নয়। স নিজের আসল নামটাই জগাকে বলেছে বলে মনে হয় না।

আসল নামটা তা হলে কী?

সটা জানলে আর এত জল ঘালা হবে কন ? জগাকে স ধু পিলটাই দয়নি , তাপরাজার লটাও চরি করার দায়ি দিয়েছে, সটা ভললে চলবে না।

গীর হয়ে মদন হাজরা বললেন, হঁ। কিন্ত লটা দিয়ে কী করবে?

সটাই ভাবনার বিষয়। শূলখানা আমি দখেছি। সানাদানা দিয়ে তরি হলেও না হয় কথা ছিল। তা নয়, শূলখানা নিতা লাহা দিয়েই তরি। তার ওপর ওজনদার জনিস, ায় দড় মন। বামাচরণ এই শূল দিয়ে কী করবে তাও বাঝা যাে না। দুধসায়রেরীপে তার কানও আানা আছে কি না স টাও দ খা দরকার। আমি বলি কি হজুর, হটপাট না করে আমাদের ঠাা মাথায় বিষয়টা ভাবা উচিত।

দারোগা চিতি হয়ে বললেন, হঁ।

৪

ামণি সকালে বাগানে গিয়েছিল শাক তলতে। তখনই দখে বাগানে একটা কালো আনারস পড়ে আছে। দখে তার ভারী আাদ হল। কাঁচা আনারসের অল খতে বড় ভাল।

কিন্ত সটা কাটতে গিয়ে দখল , বঁটতে মাটেই কাটা যাে না। রগে গিয়ে বলল, 'মরণ! এ আনারস কাটতে কি এবার রামদাখানা নামাতে হবে নাকি? বলি ও খাসনবিশ, ক াথায় গলি ? আয় বাবা, আনারসখানা একট ফালি দিয়ে যা। বুড়ো হয়েছি তা , হাতেরও তমন জার নই ।'

খাসনবিশ বারাার কাণে তার ঘরে বসে নিবিমনে তামাক সাজছিল। বলল, াদিদি য চঁ চিয়ে বাড়ি মাথায় করলে! বলি আনারস আবার এল কাথা থকে ? চ াখের মাথা তা খয়েই বসে আছ, এখন মাথাটাও গছে দখছি।

আমার মাথা গছে , না তার মাথা! আনারস নয় তা কি এটা কাঁটাল? আমাকে এলেন উনি আনারস চনাতে। ওরে, আনারস খয়ে -খয়ে আমার এক জ কাটল। তই তা সদিনের ছলে।

হা ঁ গা াদি দ, তমি য আনারসে এম.এ পাশ তা জানি। কিন্ত বলি এই অকালে আনারস পলে কাথায় ? বাজার থকে তা আমি আনারস আনিনি, বাগানেও আনারস ফলেনি, তবে কি ভূতে দিয়ে গল ?

তা যদি ভূতের কথাই বলিস বাছা, তা বলি, এ ভূতের দওয়া বলেই না হয় মনে করলি? বলি, চাখের মাথা কি আমি খয়ে বসেছি, না তই? বাগানে তা দু বলা মাট কাপাস , এমন আনারসটা তার চাখে পড়ল না? না কি আজকাল তামাকের বদলে গাঁজা খাস।

খাসনবিশ হঁকো হাতে বরিয়ে এসে বলল, গাঁজা য ক খায় তা বাঝাই যাে। তা আনারসটা কাথায় ?

ামণি আনারসটা হাতে দিয়ে বলে, বডড কচি তা , তাই শ। বঁটতে ধরছে না। বঁটটার ধারও বাধ হয় গছে। শানওলা এলে ডাকিস তা , বঁটটা শানিয়ে নিতে হবে।

আচমকা খাসনবিশের হাত থকে কাটা পড়ে গল। স অ-আ করে শ করতে-করতে বসে পড়ল হঠাৎ।

ামণি বলল, আ মালো যা! এ য হঠাৎ ভিরমি খতে লগে ছে। বলি, ও খাসনবিশ, তার হল কী?

খাসনবিশ হঠাৎ বিকট রে 'পালাও! পালাও!' বলে চঁ চাতে-চঁ চাতে উঠে বারাা থকে লাফ দিয়ে নমে াণপণে দৌড়তে লাগল।

ামণি হাঁ করে দৃশটা দখে বলল, গল যা? এই দিনে দুপুরে ভূত দখল নাকি র বাবা। রাতবিরেতে দখে , স না হয় আমিও দখি , কিন্ত দিনে-দুপুরে তা বাপু কখনও কউ দখেছে বলে নিনি।

গগনবাবু একসময়ে মিলিটারিতে ছিলেন। রিটায়ার করে গাঁয়ে ফিরে এসে চাষবাসে মন দিয়েছিলেন।

গাঁয়ে এসে গগনবাবু ল করলেন, গাঁয়ে বীরের খুব অভাব। বশিরভাগ ছলে ই রাগাপটকা , ভিত, দুবল। তিনি ছলেপুলেদের জড়ো করে রীতিমতো মিলিটারি কায়দায় লফ্ ট রাইট, দৌড় এবং বায়াম শখাতে করলেন। কিন্ত মুশকিল হল, ছলেলোর ডিসিনের বড় অভাব। একদিন এল তা তিনদিন এল না। তার-ওপর মিলিটারি কায়দায় শ নিং তারা ব শি সহও করতে পারছিল না। সুতরাং গগনবাবুর আখড়া থকে ছলেরা একে-একে দুইয়ে-দুইয়ে পালাতে লাগল।

পাশেই মাইলগে কিছুদিন কাইজার নামে একটা লাক এসে কুংফু আর কারাটে শখাতে করে। গাঁয়ের মলা ছলেপুলে গিয়ে কাইজারের আখড়ায় ভতি হয়ে মহানে মাশাল আট শিখতে লগেছে। গগনবাবু কুংফু, কারাটে দু'চাখে দখতে পারেন না। তাঁর ধারণা, ওসব শিখলে বীরের বদলে া তরি হবে। কাইজারের ওপরেও তাই তাঁর খুব রাগ।

গগনবাবু সকালে বারাায় তাঁর ইজচেয়ারে বসে আছেন। পুজোর ছটতে কয়েকদিনের জন তাঁর ছলে গাবি আর নাতি পুট আসায় তাঁর সময়টা ভালই কাটছে। পুট সিঁড়িতে বসে বারাার ওপর একটা রিমোট কালে খলনা -মাটরগাড়ি চালাল।

হঠাৎ পুট বলল, আা দাদু, তমি কখনও বাতাসা-ীপে গছ ?

যাইনি! অনেকবার গছি।

সখানে কী আছে?

কী আর থাকবে! একটা ভাঙা বাড়ি আর গাছপালা।

আা , বাতাসা-ীপে কি ভূত আছে?

ভূত! ভূত আবার কী?

খাসনবিশদাদা বলছিল সখানে নাকি একটা খুব লা ভূত আছে। দশ-বারো ফুট লা।

খাসনবিশ নিজেই একটা ভূত। একসময়ে খাসনবিশও মিলিটারিতে চাকরি করত। তাতেও ওর ভয়ডর কিছু কাটেনি। আমাদের াদিদি আর খাসনবিশ ায়ই নাকি ভূত দেখে। ওদের কথা বাদ দাও।

কুনকে আর ভালা বজ ধরতে গিয়ে নাকি দেখেছে।

গাঁয়ের ছেলেরা কত কী দেখে। ওসব বিাস না করাই ভাল। এদের ধু ভয় আর ভয়। সতিকারের সাহসী ছেলে একটাও দেখতে পাই না।

আা দাদু, জগাপাগলা নাকি সতিকারের পিল দিয়ে একটা কাক মেরেছে।

ওটাও আষাঢ়ে গ। পিল ও পাবে কোথায় ? পিল কি ছ লের হাতের মোয়া ?

কিন্ত সবাই য বলছে!

গাঁয়ে জবের অভাব কী? এখানে কেউ ভূত দেখে , কেউ পরি নামায়, কেউ মতরে জারে আকাশে ওড়ে—কত কী নেবে।

ঠক এই সময়ে ভেতরবাড়ি থেকে বাগানের ভেতর দিয়ে পড়ি-কি-মরি করে খাসনবিশ ছুটে এসে চিৎকার করতে লাগল, “বোমা ! বোমা ! কতা, শিগগির পালান।

গগনবাবু সোজা হয়ে বসে বললেন, কিসের বোমা ? কোথায় বোমা ?

বাড়ির ভেতরে। াদিদি সেটা বঁট দিয়ে কাটবার চা করছে।

কথাটা গগনবাবুর তেমন বিাস হল না। বললেন, কীরকম বোমা ?

আে নেড। একেবারে মিলিটারি নেড ।

গগনবাবু টপ করে উঠে দাঁড়ালেন। পুটকে বললেন, তমি এখানেই থাকো। আমি আসছি।

ভেতরবাড়িতে এসে গগনবাবু যা দেখলেন তাতে তাঁর চ ু চড়কগাছ। ামণি বারাার শানের ওপর একখানা হাত-দা দিয়ে বোমাটা কাটার জন উদত হয়েছে।

গগনবাবু একটা পায় ধমক মারলেন, আই া ! উঠে আয় বলছি।

ামণি গজন নে অবাক হয়ে বলল, কী হল বলো তা তোমাদের ! সকালবেলায় এত চঁ চামেচি কিসের?

গগনবাবু ুতপায়ে গিয়ে ামণিকে ধাা দিয়ে সরিয়ে বো মাটা তলে নিলেন। মিলিটারিদের হানেড। ভাগ ভাল, ফিউজটা অত আছে। ফাটলে এতণে ামণি সহ বাড়ির খানিকটা অংশ উড়ে যেত।

ামণি পড়ে গিয়ে চিলচাঁচানি চঁচাল , ওরে বাবা র , মরে ফললে র। মাজাটা য ভঙে সাত টকরো হয়ে গল বাপ! কাথায় যাব র। কতাবাবুর য মাথাখারাপ হয়ে গছে ! গিমা , শিগগির এসো।

চঁচামেচিতে গগনবাবুর ী , পুবধূ এবং বাড়ির অন সবাই ছটে এল। 'কী হয়েছে। কী হয়েছে' বলে মহা শারগোল।

গগনবাবু ভ্ কুঁচকে নেডটা দখছিলেন। বললেন, এটা তই কাথায় পলি ?

ামণি কাঁকাতে-কাঁকাতে বলল, কাথায় আর পাব! বাগানে শাক তলতে গিয়ে দখি কালো আনারসটা খতের মধে পড়ে আছে। তা তাতে কান মহাভারতটা অ হয়েছে নি , য , এরকম রামধাা দিয়ে আমার মাজাটা ভাঙলে! বুড়ো বয়সের ভাঙা হাড় কি আর জাড়া লাগবে?

গগনবাবু গীর গলায় বললেন, তবু তা মাজার ওপর দিয়ে গছে। আর একট হলে তা উড়ে যতি ।

হাঁফাতে-হাঁফাতে খাসনবিশ ফিরে এসে একবালতি জল তলে আনল চৗবাা থকে। গগনবাবু বামাটা জলের মধে রখে বললেন, মদন হাজরাকে ডকে আন। যদিও স খুব করিৎকমা লাক নয়, তবু জানানোটা আমাদের কতব।

আধঘা বাদে মদন হাজরা সপাইশাী নিয়ে কাহিল মুখে এসে হাজর হলেন। বললেন, 'বিদাধরপুরে এসব কী হে মশাই? কাল এক পিলের জর সামলাতে জরব ার হতে হয়েছে, এর ওপর আপনার বাড়িতে বামা ! লা ছটর দরখা করে দিয়েছি মশাই, তিন মাস গিয়ে নয়নপুরে মাসির বাড়িতে থকে আসব।'

জলে ভজানো বামাটা দখে আতত হয়ে মদন হাজরা বললেন, এ তা ডারাস জনিস দখছি।

গগনবাবু বললেন, হাঁ, মিলিটারিতে ববহার হয়। হাইলি সনসিটভ ।

তা এটা নিয়ে করব কী বলুন তা।

নিয়মমতো থানায় নিয়ে রাখতে হবে। তদ করতে হবে।

ও বাবা! যদি ফটেফু টে যায়?

ফিউজটা নাড়াচাড়া না করলে ফাটবার কথা নয়। বালতিসুই নিয়ে যান।

মদন হাজরা চাখ বুজে ঠাকুর-দবতাকে খানিকণ রণ করে বললেন, ওরে লবাগ সিং, ন বাবা, জয় সীতারাম বলে বালতিটা নিয়ে

পছনে -পছনে আয়, একট দূরে-দূরেই থাকিস বাপ। সবাই মিলে একসে
মরে তা লাভ নই র !
লবাগ   সিং যথে   সাহসী লাক । ডাকাবুকো বলে থানায় তার বশ সুনাম আছে। লবাগ   একটা তালের   "হঃ" দিয়ে বালতিটা হাতে নিয়ে বলল, চলুন।
মদন হাজরা এবং অন সপাইরা আগে-আগে, পছনে লব াগ। কিন্ত পথে নমেই লবাগ   দখল , মদন হাজরা আর সপাইরা ব   জোরে হাঁটছে, হাঁটার চয়ে দৌড়ই বলা ভাল। জলভরা বালতি নিয়ে ওদের সে পাা   দওয়া অসব। তা ছাড়া হড়োহড়ি করলে নড়াচড়ায় বামাটা ফটে যতে পারে।
তাই লবাগ   ঠা ঁট-মুখ কুঁচকে আে -আেহে   হাঁটতে লাগল। ইতিমধে মদন হাজরা আর সপাইরা এ ওকে পছনে ফলার চা   করতে-করতে াণপণে   দৌড়ে হাওয়া হয়ে গল।
কানা কালীর মাঠের কাছে পথটা ভারী নিজন। চারদিকে বন, ঝাপঝাড়। সইখানে গাছতলায় সবুজ রঙের চককাটা লু আর হাফহাতা গ   গায়ে, খা ঁচা-খা ঁচা দাড়িওলা একটা লাক দাঁত বর করে দাঁড়িয়ে ছিল। লবাগকে   দখে বলল, সপাইজ , সলাম। তা ফাঁড়িতে কি জলের অভাব হয়েছে নাকি? টউকলটা কি খারাপ?
লবাগ   রচ   ুতে একবার লাকটার দিকে তাকাল। কিছ বলল না।
লাকটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বলল, আরে আমরা থাকতে আপনি কন ক   করবেন সপাইজ ? দিন, বয়ে দিয়ে আসি। আমরা পাঁচজন থাকতে এসব ছাট কাজ আপনারা করবেন কন ? ছিঃ ছিঃ, এ য বড় লার   কথা!
াবটা   লবাগের   খুব খারাপ লাগল না। মালটা বইতে হবে না, তার ওপর ব ামো ফাটলে এই বাটার ওপর দিয়েই যাবে। তাই লবাগ   বালতিটা লাকটার হাতে ছড়ে দিল।
লবাগ   আগে, লাকটা পছনে। লবাগ   মাঝে-মাঝে পছনে তাকিয়ে লাকটাকে নজরে রাখছিল।
হঠাৎ লাকটা বলে উঠল, সপাইজ , বালতির মধে ভড়তড়ি কাটছে কী বলুন তা ! ও বাবা! এ য ঘুটঘুট করে কমন একটা শও   হে   !
বাপ র !, বলে লবাগ   চা ঁ-চা ঁ দৌড় মারল।

খাঁচা-খাঁচা দাড়িওলা লোকটা একটু হেসে বালতি নিয়ে রাস্তার পাশে ঝোপের আড়ালে নেমে গেল। বোমাটা বের করে বালতির জলটা ফেলে দিয়ে বালতিটা একটা ঘন ঝোপের মধ্যে গুঁজে দিল। তারপর বোমাটা একটা ঝোলায় পুরে শিস দিতে দিতে জঙ্গলের ভেতরপথ ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুপুরের মধ্যেই সবুজ চেক লুঙ্গি পরা, হাতাওলা গেঞ্জি গায়ে আর খাঁচা-খাঁচা দাড়িওলা মোট সাতজনকে থানায় ধরে আনা হল।

লবাগ সিং তেকটার মুখের দিকে পযায়মে রচ ুতে চয়ে দখল। এমনকী দিনের আলোতেও টচ ফাকাস করে খুঁটিয়ে নিরখ-পরখ করে তারও তেককেই সই লাকটা বলে মনে হতে লাগল। হাল ছড়ে দিয়ে স বলল, বড়বাবু, এদের সবকটাই বদমাশ বলে মনে হ। সবকটাকেই বরং হাজতে পুরে রাখি।

এ-কথা নে সাতটা লাকই মহা শারগোল তলে ফলল। তার গতকাল এগারোজন বামাচরণের ঘটনা জানে। তারাও বলতে লাগল, আমরা মানহানির মামলা আনব। ...সরকার বাহাদুরের কাছে বড়বাবুর নামে নালিশ জানাব…আমাদের এরকম নাহক হয়রানির জন মাটা টাকা না দিলে ছাড়ব না...ওরে ভাই, এতণে আমার দড় মন মাছ পচে ন হয়ে গল, কম করেও

এসেছি, এতণে সব লুটপাট হয়ে গছে ...

মদন হাজরা কানে হাতচাপা দিয়ে বললেন, “ছড়ে দ , ছড়ে দ , যতে না চাইলে লাঠচাজ কর...”

চবত এসে মদন হাজরার সামনে দাঁড়ালেন।

মদন হাজরা বলে উঠলেন, আবার আপনি? আপনার আবার কী দরকার?

রসময় হাতজোড় করে বললেন, বড়বাবু, বয়াদপি মাপ করবেন। বলছি কী, এ-সময়টায় মাথাটা ঠাা রাখা খুব দরকার।

মাথা ঠাা রাখব? এসব ঘটলে কি মাথা ঠাা রাখা যায়?

রসময় বিনীত হাসি হসে চাপা গলায় বললেন, যা শত্ পরে পরে। বুঝলেন কিনা?

না, বুঝলাম না।

বলছি কী, বামাটা যদি লাকটা নিয়েই গিয়ে থাকে তাতে একরকম ভালই হয়েছে। থানায় রাখলে কখন ফটেফু টে থানাই হয়তো উড়ে যত।

তার চে য় ও আপদ বিদেয় হওয়াতে একরকম ।   ফাটে তা সই বাটার কাছেই ফাটবে।

মদন হাজরার মুখটা একট উল   হল। বললেন, বসুন ঠাকুরমশাই। বসুন। কথাটা খারাপ বলেননি। বামাটা থানায় রাখলে বড় দুার   বাপার হত। সদরে খবর দিলে ব এ পাট কবে আসবে তার জন বসে থাকতে হত। হয়তো ওই সবনেশে বামা নিয়ে আমাকেই সদরে যাওয়ার হকুম হত। নাঃ, আপনি ঠকই বলেছেন। আর কিছ বলবেন? আপনি বশ উপকার কথা বলতে পারেন দখছি !

রসময় বিগলিত হয়ে বললেন, চা   করি আর কি।

মাথায় কানও ভাল কথা এলেই আমার কাছে চলে আসবেন।

য আে।   আর একটা কথা!

কী বলুন তা

ওঃ, সই দড় মন ওজনের লাহার শূল তা , যটা বামাচরণ জগাপাগলাকে চরি করতে বলেছিল? না, ভলিনি, কিন্ত শূলটার রহস কী বলুন তা !”

মাথা নড়ে রসময় বললেন, আমিও জানি না আে।

৫

সবেেলা শিবমরের চাতালে দু’জন বসা। রসময় আর জগাপাগলা। সিঁড়ির নীচে কুকুর ভলু। চারদিকটা অকারে বডড ছমছম করছে।

রসময় বললেন, ও জগা, নেছ তা , গগনবাবুর বাড়ির বাগানে একখানা বামা পাওয়া গছে।

বামা ! বলেন কী ঠাকুরমশাই?

হা ঁ গা , য -স বামা নয়, মিলিটারি বামা। স্যাতিক জনিস। দখতে অনেকটা আনারসের মতো।

জগা একট হাঁ করে চয়ে থকে বলল, আনারসের মতো দখ তে! সটা বামা হতে যাবে কান দুঃখে? সটা তা তরির কল!

রসময় অবাক হয়ে বললেন, তরির কল? স আবার কী জনিস ?

জগা একগাল হসে বলল, আে পরেশবাবু তরি করেছেন। খুব মজার জনিস।

রসময় অবাক হয়ে বলেন, পরেশবাবুটা ক ?

ভারী ভাল লাক। জলিপি খাওয়ার জন পয়সা দিয়ে গছেন।

তার সে তামার দখা হল কাথায় ?

জগা মাথা চলকে বলল, ব মুশকিলে ফললেন। বলা বারণ কি না। তবে আপনি বলেই বলছি। পাঁচ কান করবেন না।

পাঁচ কান করব কন ? বলে ফল ।

আে , আমি তা কুনকেদের কাছারিঘরের বারাায় ই , তা সখানেই দখা।

ঘটনাটা খালসা করে বলো।

পর রাতে য়ে আছি মুড়িসুড়ি দিয়ে। একটা ভারী ভাল ও দখছিলুম। এক রাজবাড়িতে ভাজ হে। আর আমার পাতে একজন লাক গরম-গরম জলিপির পর জলিপি দিয়ে দিয়েই যাে , দিয়েই যাে। দিে তা দিহে। ওঃ স একেবারে জলিপির পাহাড় হয়ে গল।

তারপর?

ওই সময়েই পরেশবাবু এসে ঠলে তললেন, ও জগা, ওঠো ওঠে? তা উঠে ভারী রাগ হল। বললুম, মশাই, দিলেন তা জলিপির টার বারোটা বাজয়ে ! তিন-চারটে খয়েছি কি না-খয়েছি অমনই কাঁচা ঘুমটা ভাঙালেন।

কত জ লিপি বাকি রয়ে গল বলুন তা ? তখন পরেশবাবু খুব হাসলেন। বললেন, ‘   দখতে চাও, তার আর ভাবনা কী? তামাকে এমন একটা কল দি   যা থকে কবল রাজ জলিপির ই   বরিয়ে আসবে। রাজ সারারাত ধরে কত খাবে খাও।’

বটে।

তবে আর বলছি কী! কলটা ধু   মাথার কাছে রখে লেই   হবে।

তারপর?

তা পরেশবাবু একটা নয়, দু-দুটো কল আমার হাতে দিয়ে বললেন, ‘শানো জগা, এই বাঁ হাতেরটা তামার। এটাতে ধু   জলিপির   ভরা আছে।

জগা একট থামতেই রসময় বলে উঠলেন, আর একটা?

জগা মাথা চলকে বলল, আপনাকে বলেই বলছি। পাঁচ কান করবেন না। আর-একটা কলে ভূতের   পারা ছিল। পরেশবাবু বললেন, জানো তা , দুপাতা সায়ে   পড়ে নাকরা   আর ভূততে   মানে না! ওই গগনবাবু আর তার ছলে গাবি   ভারী নাক। এই তা সদিন বাতাসাীপের ঢাঙা ভূতের কথা বলতে গিয়েছিলাম, তা এমন হাসিঠাা করল য , বলার নয়। তাই ওদের একট শিা   দওয়ার জন এই কলটা বানিয়েছি। চপিচপি গিয়ে গগনবাবুর ঘরে রখে আসলেই হবে। রাখার আগে কলের গায়ে একটা জনিস কামড়ে ছিঁড়ে দিতে হবে। দখবে তি   রাতে বিটকেল সব ভূতের দখে বাপ-বাটা কমন চঁ চামেচি লাগায়।

তারপর?

তা আ   , গগনবাবুর ওপর আমারও একট রাগ আছে। ময়ের বিয়েতে ভাজ খতে গিয়েছিলুম। তিনবার লাইন থকে তলে দিল, বলল, পরের বাচে বসিস। তা শষে বসলুম বটে, কিন্ত ঘাটমাট   ছাড়া কিছুই জুটল না। শষ পাতে লালমোহনটা অবধি দিলেন না। কী অবিচার বলুন তা।

তা অবশ ঠক।

তাই আমি পরেশবাবুর কথামতো কলটা রখে আসতে গিয়েছিলুম। কিন্ত ওদের কুকুরটা এমন তাড়া করল য , ভয়ে বাগানে ফলে আসি।

অ। তা তামার কলটা কই?

কন , এই য আমার ঝালার মধে ! বলতে-বলতে জগা তার ঝ লায় হাত পুরে কালো আনারসটা বর করে এনে রসময়কে দখিয়ে একগাল

হসে বলল, 'রাজ শিয়রে নিয়ে ই। কাল রাতেও খুব জবেগ জা খাওয়ার দখেছি মশাই। মনে হয় পরেশবাবু ভল করে একটা জবেগজার কলই দিয়ে গছেন। তা জবেগজাই বা খারাপ কী বলুন!'

জনিসটা দখে রসময়ের ভিরমি খাওয়ার জাগাড়। তবে তিনি মাথাটা ঠাা রখে বললেন, ঠক আছে, ওটা ঝালায় রখে দাও সাবধানে। বশি নাড়াচাড়া করা ভাল নয়। ওতে জবেগজার খুব তি হয়।

জগা সাবধানেই জনিসটা পুরে রাখার পর রসময় বললেন, এবার বলো তা , পরেশবাবুটা ক ?

জগা জুলজুল করে চয়ে বলে, আে পরেশবাবু খুব ভাল ল াক। আমাকে জলিপি খতে পাঁচটা টাকাও দিয়েছেন। বলেছেন, 'রে জলিপি খাওয়া ভাল, আবার জগে খাওয়াও ভাল।'

স তা বুঝলুম। কিন্ত লাকটা থাকে কাথায় ?

মাথা নড়ে জগ বলে, তা জানি না।

দখতে কমন ?

আে , ব ঁটেমতো। মাথায় টাক আছে।

ঠক তা ! পরে আবার লিয়ে ফলো না। বামাচরণকে নিয়ে যা করলে সটা তা যাতোই বাপার।

আে না, এবার আর গগোল পাবেন না। বশ গাাঁগোটা চহ ারা। এই আপনার মতোই নাটা মানুষ!

রসময় ভারী অবাক হয়ে বলে, 'আমি আবার নাটা হলাম কবে থকে ? সবাই তা বলে আমি একজন লা মানুষ।'

আ ঁ, আপনি ব ঁটে নন?

কনকালেও না।

ঘা ঁস-ঘা ঁস করে মাথা চলকোতে-চলকোতে জগা বলল, 'তা হলে তা ব মুশকিলে ফললেন ঠাকুরমশাই। আমি য আপনাকে ব ঁটে বলেই জানতম। আপনি ব ঁটে, মহেশবাবু ব ঁটে, ফটকবাবু বটে , খাসনবিশ ব ঁটে।'

রসময় বললেন, তমি য মুড়ি-মিছরির এক দর করে ফললে হ। ফটকবাবু ব ঁটে হলেও মহেশবাবু বশ লা। আর খাসনবিশ মাঝারি।

জগা জুলজুল করে চয়ে বলল, বড় ভাবনায় ফললেন ঠাকুরমশাই৷ এখনও খিঁচড়ির বাপারটাই মটেনি , মাথায় আবার নতন একটা ভাবনা ঢকল৷

ভাল করে ভবে বলো তা , পরেশবাবু ব ঁটে, না লা।

জগা খুব লত মুখে বলে, লাই হবেন বাধ হয়।

গা ঁফ আছে?

থাকার কথা নাকি ঠাকুরমশাই? তা হলে আছে।

নাঃ, তামাকে নিয়ে আর পারা যায় না দখছি।

এইজনই তা আমি একটা চশমা চাইছি। চশমা চাখে দিলে বাহারও হয়, আর লা না ব ঁটে, কালো না ধলো তাও ঠাহর হয়। কিন্ত কউ চশমা দি না মশাই। ফটকবাবুকে বললুম, ‘আপনার মা তা গত হয়েছেন, তাঁর চশমাজোড়া আমাকে দিন।’ তা তিনি খা ঁচ করে উঠলেন, ‘সানার চশমা তামাকে দিই আর কি! মহেশবাবুকেও বলেছিলুম, আপনার তা দুজোড়া চশমা, দিলেনই না হয় আমাকে একজোড়া তা ভাল ভাল করে চয়ে থাকেন, কথা কানেই তালেন না। এরকম হলে তা আমার চলে না মশাই। চশমা ছাড়া বড়ই অসুবিধে হ। ’

রসময় লনটা হাতে নিয়ে উঠে পড়লেন। বললেন, ‘চলো হ জগা, ঝালাটা সাবধানে কাঁধে ঝুলিয়ে নাও। দখো , পড়ে টড়ে না যায়। রে কলে চাট লাগা ভাল নয়।’

জগা ঝালা নিয়ে উঠল। বলল, চশমার কথাটা একট খয়াল রাখবেন ঠাকুরমশাই।

খুব রাখব। হা ঁ, ভাল কথা। আজও কি কুনকেদের বারাাতেই রাতে শাবে নাকি?

ঘনঘন মাথা নড়ে জগা বলল, না মশাই, না। রাজ -রাজ এক বাড়িতে লে কি আমার চলে! আমার পাঁচজনকে দখতে হয় য। আজ ভাবছি ফটকবাবুর বারাায় শাব।

বশ , বশ।

জগা খুশি হয়ে বলল, ফটকবাবুর বারাা বশ জায়গা। উলটো দিকে ফলসা বনে নিত রাতে জাৎা উঠলে পরিরা আসে। উড়ে-উড়ে ঘুরে-ঘুরে বড়ায়। তারা লাকও খুব ভাল।

তাই নাকি? ভাল, ভাল।

বাঁশবনের ভতরকার নিজন কাঁচা রাাটা পরিয়ে জগা বাঁ দিকে ফটকবাবুর বাড়ির মুখে রওনা হল। রসময় ডান দিকে ফিরে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলেন।

আসুন, আসুন রসময়বাবু, ভাল কথা, কিছু মনে পড়ল নাকি? আপনার কাছে ভাল-ভাল কথা নব বলেই বসে আছি। তা বলুন তা মশাই, কয়েকটা মাম ভাল কথা।

রসময় থমে মাথা চলকোলেন, তারপর হাত কচলে বললেন, আে বড়বাবু, ভাল কথা কিছুই মনে আসছে না।

আহা, একট বসুন, একট ভাবুন, ঠক মনে পড়ে যাবে।

য আে। তবে কিনা বসার একট অসুবিধে আছে।

কন বলুন তা ! ফাড়া -টাড়া হয়েছে নাকি? কিংবা হাঁটতে বাত?

ভারী বিনয়ের সে রসময় বললেন, আে , স বরং ভাল ছিল। এ তার চে য়ও মারাক। জগাপাগলা তার ঝালার মধে একখানা বামা নিয়ে ঘুরে বড়াে।

সবনাশ! আবার বামা ! এই কি আপনার ভাল কথা? বামা স পল কাথায় ?

আে , পরেশবাবু বলে ক একজন মাঝরাতে তাকে ভলিয়ে ভালিয়ে গছিয়ে গছে।

মদন হাজরা আতত হয়ে বললেন, সবনাশ! আবার এগারোজন পরেশবাবুকে ধরে আনতে হবে নাকি! এ, তা বড় ঝামেলাই হল দখছি ! জানেন মশাই, এগারোজন বামাচরণ আমার নামে মানহানির মামলা করবে বলে উকিলের চিঠ দিয়েছে। ধু কি তাই? সবুজ চক লুি আর গ পরা, গালে খাঁচা-খাঁচা দাড়িওলা সাতটা লাক রাজ এসে তিপূরণের জন ঘানঘান করছে।

খুবই দুঃখের কথা বড়বাবু, আপনাদের জীবনটাই তা এরকম। পরের জন এত করেন, তবু কউ ে ণর কথা বলে না। কবল দাষ খুঁজে বর করে।

বাঃ! এই তা একটা ভাল কথা বললেন। বাঃ বাঃ! এ তা চমৎকার কথা! নে মনটা ভাল হয়ে গল মশাই। হাঁ, কী যন বলছিলেন!

আে , জগাপাগলার ঝালার মধে একখানা মিলিটারি বামা ফাটো-ফাটো করছে। এই ফাটে কি সই ফাটে অবা ।

মদন হাজরা লাফ দিয়ে উঠে বললেন, কাথায় জগা? আঁ! কাথায় স ? ওরে লবাগ সিং, সপাই - টপাই নিয়ে যা তা বাবা, বাটাকে একেবারে হাতকড়া দিয়ে ধরে আন।

রসময় হাত কচলে বললেন, আে   বড়বাবু, জগাকে ধরে আনলে তমন কাজ হবে না। বরং কাজটা কঁ চে যাবে।

মদন হাজরা ধপ করে বসে পড়ে বললেন, আপনি বাধ হয় আরও একটা ভাল কথা বলতে চাইছেন! তা হলে বলেই ফলুন।

আে , ভাল কিনা জানি না। আমাদের মাথায় যা আসে বলে ফ লি। তা ভাল না ম   সটা আপনার মতো দমুরে   কতারা বিচার করবেন।

মদন হাজরা খুশি হয়ে বললেন, বাঃ এটাও ভাল কথা। এবার বলুন।

বলছিলাম কি, ধরপাকড় না করে বরং জগার ওপর নজর রাখলে ওই পরেশবাবু বা বামাচরণ য -ই হাক , তাকে ধরে ফলা যাবে। জগা নিদোষ, বামা -ব ুক স চনে না। তাকে পাগল পয়ে কউ আড়াল থকে এসব করাে।

মদন হাজরা ভাবিত হয়ে বললেন, হম, তা লাকটা ক ?

হয় বামাচরণ, নয় তা পরেশবাবু।

গগনবাবুর বাড়ির বামাটা য জগাপাগলাই রখে এসেছিল তা আর রসময় ভাঙলেন না। তা হলে জগার কপালে দুঃখ ছিল।

মদন হাজরা দুলে-দুলে কিছুণ   ভবে বললেন, খুবই চিার   কথা। কিন্ত বামাটা য ওর কাছে রয়েছে, সটা য সরানো দরকার। ফতার   না করলে—

আজ ফটকবাবুর বারাায়   য়েছে।   আমাকে যদি দশ মিনিট সময় দন তা হলে আমি গিয়ে বামাটা সরিয়ে ফলব। অবশ যদি আপনার মত থাকে।

মদন হাজরা একগাল হসে বললেন, খুব মত আছে। খুব মত আছে। বামাটোমা থানায় রাখা ব   ঝকমারি মশাই। আপনি বরং বরিয়ে পড়ুন। আমরা আধঘা   বাদে যা।

য আে , বলে রসময় বরিয়ে পড়লেন। বশ জার কদমেই হঁটে যালেন   রসময়। ফটকবাবুর বাড়ির কিছ আগে হাপু ডাইনির মাড়। জায়গাটা খুব নিজন। চারদিকে ঝাপঝাড়।

হঠাৎ ক যন অকার   থকে বলে উঠল, ঠাকুরমশাই নাকি?

রসময় বললেন, হাঁ।

একট উপকার করতে হবে য ঠাকুরমশাই। আমার বাড়িতে আজ লীপুজো   , দুটো ফুল-পাতা ফলে দিয়ে যতে হবে য !

পাগল নাকি? আমি আজ বড় ব। জীবন-মরণ সংশয় হ বাপু, ওই পাঁচালি-টাচালি পড়ে চালিয়ে নাওগে যাও। আমার আজ সময় হবে না।

লাকটাকে দখা যা না। লনের আওতার বাইরে একটা ঝাপের আড়ালে দাঁড়ানো। বলল, তাই কি হয়? আমার বউ য সকাল থকে নিজলা উপোস করে বসে আছে। পুজো না হলে জলটকুও খাবে না।

রসময় বললেন, তা সটা আগে বলোনি কন ? হঠাৎ করে এসে পথ আটকালে তা হবে না! আমি জরি কাজে যা।

আ , এ-কাজটাও কম জরি নয়। মালী কুপিত হলে তা ধু আমাদের ওপরেই হবেন না, পূজারীর ওপরেও হবেন। ঠাকুরমশাইয়ের কি সপভয়ও নই নাকি?

ওঃ, লালে দখছি !

আ , বশিণ তা নয়। পাঁচটা মিনিট একট অংবং বলে দুটো ফুল ফলে চলে আসবেন।

ঠক আছে বাপু, চলো। তা তামার বাড়িটা কাথায় ?

এই য এদিকে।

লনের আলোটা বড়ই কমজোরি। তাতে লাকটাকে ভাল দখা যাল না। আগে-আগে হাঁটছে। পথ ছড়ে একেবারে মাঠঘাট দিয়ে চলেছে।

কই হ ? কাথায় ? রসময় হাক মারলেন।

এই য আর একট।

হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ রসময় থমকে দাঁড়ালেন। ‘সবনাশ।’

৬

ফটকবাবুর বারাাটা বশ চওড়া। জগা তার চট আর ছ ঁড়া চাদরখানা য করে পতে বিছানা করে ফলল। ঝালাখানাকে বালিশ করে য়ে পড়লেই হল। আজ মহেশবাবুর মায়ের কী একটা পুজো ছিল। ভরপেট খিঁচড়ি খাইয়েছে। পট ঠাা থাকলে ঘুমটাও বশ ভাল হয়।

জগা একটা হাই তলল, তারপর রে কলটা ঝালা থকে বর করে মাথার পাশে রখে য়ে পড়ল। পরেশবাবু কলটা ভলই দিয়েছেন। জলিপির বদলে জবেগজার কল। তা হাক , জবেগজাও তার দিবি লাগে।

এসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে যখন ঘুমটা বশ ঘনিয়ে আসছে সই সময়ে লাকটা এল।

এই য জগা! কী খবর?

জগা বির হয়ে বলল, ইস্ জ বেগজার টা এইবারই হতে যাল , তা দিলেন তা বারোটা বাজয়ে ?

লাকটা অবাক হয়ে বলল, জবেগজা ! জবেগজা হবে ক ন? জলিপি নয়?

জগা এবার টপ করে উঠে বসে বলল, আপনি কি পরেশবাবু?

হা ঁ, আমিই পরেশবাবু, তবে অনেকে নফরচও বলে।

জগা খুশি হয়ে বলে, আে , কলটা আপনি ভলই দিয়েছেন বটে। এটা মাটেই জলিপির কল নয়, জবেগজার কল।

"এঃ হঃ , ব ভল হয়ে গছে তা তা হলে। দাও তা হলে ওটা বদলে দিই।

জবেগজাও বশ লাগছে কিন্ত!

আরে দুর। এবার তামাকে রাজভোগের কল দিয়ে যাব। রাজভোগের কাছে কি আর জবেগজা বা জলিপি লাগে?

তা সতি ! রাজভোগ হলে তা কথাই নই।

তা ইয়ে, সই কলটা গগনবাবুর ঘরে রখে আসতে পারোনি বুঝ !

আে কী করি বলুন! কুকুরে এমন তাড়া করল য , পালিয়ে বাঁচি না, তা বাগানে ফলে এসেছিলুম। তারপর কী যন গগোল হয়েছে।

লাকটা ভালমানুষের মতো বলল, তাতে কী? এবার এমন ববা করে দব য , আর কাজ ভণ্ডল হওয়ার জা নই। এই য দখছ আমার হাতে, এটা হল ভূতয।

জগা অবাক হয়ে দখল , লাকটার হাতে কালোমতো বিটকেল একটা যর বটে!

জগা বলে, আে বটা কী?

এর ভতর থকে ভূত বরোয়।

ওরে বাপ র !

ভয় পয়ো না। য যার হাতে থাকে ভূত তার তি করে না।

বটে!

এই যরটা নিয়ে রাত নিত হলে গগনবাবুর বাড়িতে যাবে। দণিের ঘরে গগনবাবু শায়। জানো তা ?

খুব জানি।

পরেশবাবু খিকখিক করে হসে বললেন, এবার আর নয়, গগনবাবুর ঘরে একেবারে জা ভূত ছড়ে দিয়ে আসবে। এই য দখছ নল, এটা গগনবাবুর মাথার দিকে তাক করে এই য ঘাড়াটা দখছ এটা টপে ধরবে। অমনই দখবে একটা ঝলকানি দিয়ে আর শ করে য থকে ভূতের পর ভূত গিয়ে ঘরের মধে কমন নাচানাচি আর লাফালাফি করে। বস , ওখানে কয়েকটা ভূত ছড়ে দিয়েই পালিয়ে আসবে।

জগা মাথা চলকে বলল, কুকুরটা য তড়ে আসে মশাই। আমি কুকুরকে ব ভয় পাই।

সই ববাও আছে। এই য াকিের বাগে একটকরো মাংস দখছ , কুকুরটা এলেই মাংসের টকরোটা বর করে ছুঁড়ে দিয়ো। খয়েই কুকুরটা নতিয়ে পড়বে। তারপর আর ভয়টা কাকে? ভূতটা ছড়ে দিয়েই চলে আসবে, পারবে না? সাজা কাজ। আর এই নাও কুড়িটা টাকা, কাল ভূপতির দাকানে গরম-গরম লুচি আর হালুয়া খয়ো।

জগা খুশি হয়ে টাকাটা টাঁকে জে বলল, খুবই সাজা -সাজা কাজ দিনে। মাঝে-মাঝে শ কাজও দবেন।

এক আর বশি কথা কী? তামা র মতো যাগ লাক আর আছেটাই বা ক ! তা আজ রাতেই একটা শ কাজ করবে নাকি? যদি করো তা আরও কুড়িটা টাকা আগাম দিয়ে যাই।

আে , কী য বলেন। শ কাজ না পারার কী আছে মশাই। সারাদিন আমি কত শ -শ কাজ করে বড়াই। এই ধন , গাছে উঠে পড়লুম, ফর নমে এলুম। তারপর ধন এই এত বড় একটা ঢিল তলে ওই

দূরে ছুঁড়ে দিলুম। তারপর ধন , দুধসায়র থকে ঘটর পর ঘট জল তলে ফর দুধসায়রেই ঢলে দিলুম।

বাঃ, এসব তা অতি কঠন কাজ।

তা হলেই বলুন।

বলেই ফ লি তবে, কমন ? গগনবাবুর ঘরে ভূত ছড়ে দিয়েই তমি ভূত-যটা নিয়ে সাজা রাজবাড়িতে চলে যাবে।

তা গলুম।

গিয়ে হ য়া আর তার ভাই কলোকে দখতে পাবে। রাতে দু'জনেই থাকে। যটা তলে ঘাড়া টপে ধরে থাকবে, দখবে গাা -গাা ভূত গিয়ে ওদের এমন তাড়া করবে য , ভয়ে দু'জনে মাটতে কুমড়ো-গড়াগড়ি যাবে। সই ফাঁকে হয়ার টাক থকে চাবিটা সরাতে তামার একটও ক হবে না। হবে নাকি?

আরে না, না, এ তা সাজা কাজ।

বস , ত ামাকে আর কিছ করতে হবে না। চাবিটা হাতে নিলেই আমি হাজর হয়ে যাব।

জগা একট ুরে বলল, কন , লটা নিয়ে গিয়ে দুধসায়রের ীপে রখে আসতে হবে না? বামাচরণবাবুর সে সরকমই তা কথা ছিল।

না, না, সসব আমিই করব'খন।

তা হলে কাজটা য বজায় সাজা হয়ে যা !

পরেশবাবু একট চিতি হয়ে বলেন, আা , ভবে দখব 'খন।

ভাবাভাবির কী আছে পরেশবাবু? পটল জলের নৌকোটা ঘাটে বাঁধাই থাকে। শূলটা নৌকোয় চাপিয়ে বঠা মরে পৌছে দবখন।

পরেশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আর দরি করা ঠক হবে না হ জগা। রওনা হওয়া যাক।

এই যা। আা পরেশবাবু, আপনি লা না ব ঁটে?

কন বলো তা ?

তামার কথাই ঠক। আমি বজায় ব ঁটে। তা হলে এবার ব রিয়ে পড়ো হ ।

'য আা। ' বলে য হাতে নিয়ে জগা রওনা হতেই পরেশবাবু টপ করে ঝালা থকে বামাটা বর করে নিয়ে অকারে মিলিয়ে গলেন।

আরও মিনিটদশেক বাদে হাঁফাতে-হাঁফাতে রসময় এসে হাজর হলেন। একট দরিই হয়ে গছে তাঁর। লাকটা তাঁকে আচমকাই রসময়ের

খয়াল হল, এটা একটা কৗশল নয় তা ! তাঁকে বকায়দায় ফলে অনদিকে কাজ বাগিয়ে নওয়ার মতলব। বুঝতে পরেই তিনি আর দাঁড়াননি। তবে পথে কয়েকবার হা ঁচট খয়ে পড়ে এবং রাা   ভল করে একট সময় বশিই লগে গল।

রসময় জগাকে তার বিছানায় না দখে আশপাশে খুঁজলেন। লনের তল ফুরিয়ে অনেকণ   নিভে গছে। অকারে   কাথায় আর খুঁজবেন!

বশ কয়েকবার, জগা, জগা! বলে হাঁক মারলেন। কারও সাড়া পাওয়া গল না। তাড়াতাড়ি গিয়ে জগার ঝালাটায় হাত ভরে দখলেন , বামাটাও নই।

কপাল চাপড়ে রসময় আপনমনেই বললেন, নিয়তি কন বাধতে।

সে   সে   একটা জাড়ালো টচের আলো এসে পড়ল রসময়ের পায়ের কাছে।

মদন হাজরা বলে উঠলেন, কী াকটা   বললেন ঠাকুরমশাই?

এই আে   বলছিলুম কি, নিয়তি কন বাধতে !

আহা হা, অপূব! অপূব। এইসব ভাল-ভাল কথা ছাড়া কি আপনাকে মানায়! লাখ কথার এক কথা। আমিও তা তাই বলি, ওরে পাপীতাপীরা, নিয়তি কন বাধতে। তাদের নিয়তিই তাদের খাবে র বাপু! তবে কন য আমাদের এত হয়রান করিস, এত দৗড়ঝা ঁপ করাস, হদিয়ে মারিস, তা বুঝ না বাবা। ঠক নয় ঠাকুরমশাই?

আে   , আপনি দমুরে   কতা, আপনার মুখ থকে কি ভল কথা বরোতে পারে?

তা আপনার জগা কাথায় ?

সটাই তা সমসা। তাকে খুঁজে পা   না।

তার মানে! স গল কাথায় ?

রসময় স   গলায় বললেন, বড়বাবু, আমার মনটা বড় কু গাইছে।

কু গাইছে। তার মানে কী?

আে   , খারাপ কিছ হবে বলে মনে হে।

ওঃ তাই বলুন! আমি ভাবলাম এই রাতে আপনার বুঝ গানবাজনার শখ হল। কিন্ত কু গাইছে কন ?

আে   , আমি বড় ভিত মানুষ, আপনার মতো ডাকাবুকো নই তা ! অেই   বড় ঘাবড়ে যাই। তা ইয়ে, জগার ঝালার মধে বামাটাও নই।

আঁ। তা হলে কি স বামা নিয়ে খুনখারাপ করতে বরিয়ে পড়েছে? এ তা বিপদের কথা হল মশাই! ওরে, তারা সব চারদিকে ছড়িয়ে পড়, জগাকে খুঁজে বর করতেই হবে।

সপাইরা তাড়াতাড়ি য যদিকে পারে দৌড় লাগাল।

ঠাকুরমশাই, ভূত বলে কি কিছ আছে?

রসময় অবাক হয়ে বলেন, আে , কখনও দখিনি। তবে আছে বলেই তা নি। কন বলুন তা বড়বাবু?

মদন হাজরা মাথা নড়ে বললেন, আমি ভূতটতে মাটেই বিাস করি না। কিন্ত কয়েকটা ছলে গতকাল বাতাসা ীপে পয়ারা পাড়তে গিয়েছিল। সখানে নাকি তারা একটা লা সাদা ভূত দখে ভয়ে পালিয়ে আসে। এদের মধে আমার ছ লেও ছিল। কয়েকজন জলেও বলছে, তারা দুধসায়রে মাছ ধরার সময় একটা ঢাঙা ভূতকে বাতাসা ীপে দখতে পায় মাঝে-মাঝে। ভয়ে আর কউ ীপটার কাছে যায় না। ভাবছি, কাল একবার সরেজমিনে হানা দিয়ে দখে আসি।

য আে। গলেই হয়। তবে কিনা আপনাকে যতে দখলে ভূত কি আর বাতাসা ীপে ঠাঙ ছড়িয়ে বসে থাকবে বড়বাবু? তারও কি ভয়ডর নই !

পালাবে বলছেন?

মাথা নড়ে রসময় বললেন, ভূততে বলে তা আর তাদের ঘাড়ে দুটো করে মাথা গজায়নি য , আপনার সে মাকাবেলা করতে যাবে।

কথাটায় বাড়াবাড়ি থাকলেও মদন হাজরা খুশিই হলেন। বললেন, তা হলে আর গিয়ে লাভ কী?

কিছ না, কিছ না।

বাতাসা ীপের ভূতের কথা রসময়ও জানেন। তিনি এও জানেন, মদন হাজরা গিয়ে হাা মাচিয়ে যা করবেন তাতে ভূতের কিছুই হবে না। বরং সাবধান হয়ে যাবে।

চিা করলেন। তাঁর মনের মধে একটা কিছ যন টকটক করছে। ঠক করতে পারছেন না।

জগাপাগলাকে পিল দওয়া হল বাঘ মারার জন ? নাকি মানুষ মারার জন ? লটা চরি করতে গলে জগাপাগলাকে লি চালাতেই হত। তা হলে ক মারা পড়ত? হয়া। বামাটা গগনবাবুর ঘরে রখে আসতে বলা হয়েছিল। ক মারা পড়ত? গগনবাবু। তা হলে একটা লাক কি আড়ালে

থকে দু-দুটো লাককে খুন করাতে চায়? তবে নিজে করছে না কন ? বামা পিল যখন আছে, তখন নিজেই তা খুন করতে পারে, জগাকে কাজে লাগাতে চাইছে কন ?

ভাবতে-ভাবতে মাথাটা ব গরম হয়ে গল। জগা এখনও আসছে না। বাম াটাও ঝালায় নই। তা হলে কি জগাকে ফর কাউকে খুন করতে পাঠানো হল? এখানে এসে পৌছতে রসময়ের অনেক দরি হয়ে গছে। তার কারণ একটা লাক তাঁকে ভলিয়েভালিয়ে অনেক দূরে নিয়ে ফলেছিল। ওই লাকটাই কি পরেশবাবু? কিংবা বামাচরণ? ইতিমধে পরেশবাবু কিংবা বামাচরণ এসে কি জগার মাথায় আরও একটা আষাঢ়ে গ ঢকিয়ে দিয়ে গছে ?

রসময় তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। তিনি কি আগে হয়ার কাছে যাবেন? না কি গগনবাবুর কাছে? রসময় থমটায় হয়ার কাছে যাবেন বলে রাজবাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন। তারপর ভাবলেন হয়া ডাকাবুকো লাক , রাত জ গে পাহারা দয়। সুতরাং তার তত ভয় নই। কিন্ত গগনবাবু বুড়ো মানুষ, ঘুমোনে , তাঁরই বিপদ বশি।

রসময় ফিরে গগনবাবুর বাড়ির দিকেই ুতবেগে হাঁটতে লাগলেন। লন নভানো , পথও অকার বলে রসময় খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছেন না। তবুও যথাসাধ পা চালিয়ে ায় বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়লেন।

তারপরই হাক মারলেন, জগা?

সে -সে ক একটা লাক উলটোদিক থকে এসে তাঁর ঘাড়ে সবেগে পড়ল। ধাা খয়ে ছিটকে পড়ে গলেন রসময় চবত। মাজায় এমন মট করে উঠল য , বলার নয়। কনুই দুটোও বথায় ঝনঝন করে উঠল।

অকারে লাকটা বলে উঠল, দখতে পান না? কানা নাকি?

রসময়ের কানে গলার রটা চনা -চনা ঠকল। কার গলা এটা? আরে। এই লাকটাই না তাঁকে লীপুজোর নাম করে ভলিয়ে বিপথে নিয়ে গিয়েছিল?

রসময় লাকটাকে একবার দখতে চান। তাই কৌশল করে কাতর কে বললেন, ওঃ ব লগেছে। একট ধরে তলবেন মশাই?

আহা! আমার কি কম লগেছে নাকি?

লাকটাকে ভাল করে চিনে রাখা দরকার। তাই রসময় বললেন, অত দশলাই -টসলাই থাকলে দিন না। লনটা একট ালি।

না মশাই, দশলাই আমার কাছে থাকে না।

রসময় আর ধয রাখতে পারলেন না। বথা -বদনা উপো   করে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে লাকটাকে জাপটে ধরতে গলেন। যা থাকে বরাতে!

কিন্ত লাকটা হঠাৎ নিচ হয়ে মাথা দিয়ে তাঁর পটে সজোরে একটা ঢ মরে হাওয়া হয়ে গল। রসময় ফর পড়ে গিয়ে কাতরাতে লাগলেন। এবার দুনো চাট।

আর পড়ে থকেই নতে   পলেন , গগনবাবুর বাড়ির দিক থকে একটা অদ্ভত শ   আসছে। টা -রা-রা-টাট -টাট … টারা -রা-টাট -টাট ...। সে   একটা কুকুরের ভয়র   চিৎকার।

কিসের শ   তা তিনি বুঝতে পারলেন না। তবে এ য ভাল জনি সের শ   নয়, তা বুঝতে বশি বু   লাগে না। শটা   অবশ মা   কয়েক সকেরে   বশি ায়ী   হল না। তারপরেই ক একটা হড়মুড় করে ধয়ে এল এবং চাখের পলকে মিলিয়ে গল অকারে।

রসময় কপাল চাপড়ালেন। যা হওয়ার তা হয়েই গছে। কসে ৃে উঠলেন রসময়, সবা   বথা , তবু যথাসাধ লাংচাতে -লাংচাতে তাড়াতাড়ি হঁটে গিয়ে গগনবাবুর বাড়ির বাগানের ফটক খুলে ঢকলেন।

৬

আজ পুট খাসনবিশের সে   পুকুরে সাঁতার শিখতে নমেছিল। জলে তার খুব ভয়। তবে খাসনবিশ খুব পাকা লাক। থম কিছুণ দাপাদাপি করার পর খাসনবিশ তাকে একট গভীর জলে নিয়ে গিয়ে পট করে ছড়ে দয়। তখন ভয় খয়ে এমন হাত-পা ছুঁড়েছিল পুট য , বলার নয়। চিৎকারও করেছিল। তাই দখে টকের স কী হাসি।

কিন্ত ওই একবারেই সাঁতারটা শিখেও গল স। তারপর অনেকণ সাঁতার কটে চাখ লাল করে ফলল। খাসনবিশ জার করে তলে না আনলে পুটকে আজ জল থকে তালাই যত না।

সাঁতার শিখে আজ পুটর এমন আন হল য , সারাটা দিন তার যন পাখা ম লে উড়তে ই   করছিল। সাঁতার য এত সাজা জনিস তা এতকাল জানত না স।

দুপুরে খাওয়ার সময় স দাদুকে সাঁতার শখার গটা খুব জাঁক করে বলছিল।

কিন্ত দাদু ভারী অনমন। কবল হঁ দিয়ে যালেন।

ও দাদু, তমি খুশি হওনি?

হা ঁ, হা , খুব খুশি হয়েছি।

তবে হাসছ না য !

হাসিনি ও, আা , এই য হাসছি।

ওটা হাসি হল? মুখ ভাংচানো হল তা ?

গগনবাবু এবার সতিই একট হ সে বললেন, কী জানো ভাই, আজ আমার মনটা ভাল নই।

কন নই দাদু?

ঘটনাটা মাথা থকে তাড়াতে পারছি না য ?

কান ঘটনা দাদু?

ভাবছি আমার বাড়িতে বামা রখে গল ক ? আমার এমন শত্ ক আছে? তার ওপর মিলিটারির হানেড। গাঁয়ের লাক এ-জনিস পাবে কাথায় ?

পুট গীর হয়ে বলল, তমি ভয় পয়ো না দাদু। আমার তা এয়ার পিল আছে। আজ রাতে আমি বাড়ি পাহারা দব।

গগনবাবু একট বিষণ্ন হসে বললেন, তা দিয়ো, তবু দুটা যাে না।

আজ বিকেলে অনেক লাক এসে গগনবাবুর কাছে দু   কাশ করে গছে। রামহরিবাবু তা বলেই ফললেন , এর পর তা দখব শীতলাতলার হাটে আটম বাম । বি   হে। দিনকালটা কী পড়ল বলুন তা ! জগার হাতে পিল ! আপনার বাগানে বামা ! এ তা ভাল কথা নয়?

হরিশবাবু বললেন, একে রামে রে   নই। সুীব দাসর। ওদিকে ভূতের উৎপাতও নাকি   হয়েছে। বাতাসা ীপের ঢাঙা ভূতটা নাকি ডাঙাতেও হানা দিে আজকাল।

ুলের বিানশিক   বামকেশবাবু বললেন, ভূতটত সব বাজে কথা। লা লাকটা মানুষই বটে। শীতলাতলার হাটে তাকে অনেকেই দখেছে। লাকটার নাম শিবরাম নর , নয়াগে বাড়ি, হাটে-হাটে গামছা ফিরি করে বড়ায়।

এই নিয়ে একটা তকও বধে উঠল বশ। রামহরিবাবু বললেন, “এঃ, খুব ঢাঙা দখালেন মশাই! শিবরাম নরকে আমিও চিনি ও আবার লা নাকি? অজত কুণ্ডকে তা দখেননি। বাজতপুরে বাড়ি। সও হাটে আসে মাঝে-মাঝে। শিবরাম তা তার কামরের কাছে পড়বে।

মনসাবাবু মাথা নড়ে বললেন, উহ উহ, অজত কুণ্ড লা বটে, কিন্ত সাতকড়ির কাছে কিছ নয়। পয়সাপোঁতা গাঁয়ের সাতকড়ি গা , আমাদের শিবগরে শিবেনের জামাই। স তা হাত বাড়িয়ে গাছ থকে নারকেল পারতে পারে, গাছে উঠতে হয় না।

বামকেশবাবু টবিলে চাপড় মরে বললেন, কথাটা লা নিয়ে নয়, ভূত নিয়ে। কথা হল, বাতাসা ীপে একটা ঢা ভূতের কথা শানা যাে। যারা মাছটাছ ধরতে যায় তারা নাকি দখেছে। তা গাঁয়েগে এরকম ভূত দখা নতন কিছ নয়। এসব কুসংার ভঙে ফলা দরকার।

রামহরি খিচিয়ে উঠে বললেন, আপনি কি বলতে চান ভূত নই !

বামকেশবাবু বুক চিতিয়ে বললেন, ‘নই -ই তা। তা হলে বলি, আপনার বিান -পড়া বিদে দিয়ে ওসব বুঝতে পারবেন না। সাহস থাকলে নীলগে তাপ রাজার বাগানবাড়িতে একটা রাত কাটিয়ে আসুন, বিান ভলে রাম নাম নিতে পথ পাবেন না। নেছি সখানে তি রাতে ভূতের জলসা হয়। গানাদার বাজনদার ভূতরা সব আসে।

ওঃ, য সব। বলে বামকেশবাবু রাগ করে গীর হয়ে বসে রইলেন।

তা স যাই হা ক, বয়   মানুষদের ঝগড়া নতে   পুটর খুব ভাল লগেছিল আজ। স হিহি করে হাসছিল। কিন্ত দাদুর মুখে হাসি নই।

মহেশবাবু ভালমানুষ। তিনি কানও ঘটনার খারাপ দিকটা দখতে পছ   করেন না। বললেন, আা , ধন , এমনও তা হতে পারে, বিদাধরপুরের ওপর দিয়ে নিত   রাতে পথ ভলে কানও এরোনে   যাল। ধন , নের   পাইলটের খুব ঘুম পয়ে গিয়েছিল। স হয়তো ঘুম চাখে বামা ফলার বাতামটা টপে দিয়েছিল। ঘুম চাখে ভল তা হতেই পারে। আর সই বামাটাই এসে গগনবাবুর বাগানে পড়েছে। হয়তো বামাটা মঘের ভতর দিয়ে আসার সময় ভিজে স ঁতিয়ে গিয়েছিল, তাই আমাদের ভাগে ফাটেনি। হতে পারে না এরকম?

রামহরিবাবু বললেন, হতে পারবে না কন ? তবে হয়নি।

গগনবাবু গীর   গলায় বললেন, “এরোনে   থকে এ ধরনের বামা ফলা হয় না মহেশবাবু।

দাদুর মুখে একটও হাসি না দ খে আজ পুটর মনটা ব   খারাপ লাগছিল। গায়ের লাকেরা বিদেয় হলে স দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, তমি এত ভাবছ কন দাদু? কী হয়েছে?

গগনবাবু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, “অনেক কথা ভাবছি দাদু। একটা গভীর ষড়য। নইলে তাপরাজার   লটা   হাতাতে চাইবে কন ? বুঝলে ভাই, আমার মনটা আজ সতিই ভাল নই।

রাতে যখন পুট খয়েদেয়ে মায়ের পাশে তে   গল , তখনও দাদুর গীর   মুখটা স ভলতে পারছে না। বিদাধরপুরে এলে দাদুই তার সারাদিনের সী।   কত গ   হয়, হাসিঠাা   হয়, খলা হয় দাদুর সে।   কিছ হে   না সকাল থকে।

পুট হয়তো ঘুমিয়েই পড়ত, কিন্ত সাঁতার কটে আজ তার হাত-পায়ে খুব বথা। মা ঘুমিয়ে পড়ার পরও স অনেকণ   জগে রইল। তারপর ভাবল, উঠে বরং বাড়িটা পাহারা দিই।

স গিয়ে থমেই   খাসনবিশকে জাগাল, ও খাসনবিশদাদা, ওঠো! ওঠে!

খাসনবিশ থম টায় উঠতে চায় না। ঠলাঠেলি করায় হঠাৎ একসময়ে জগে সটান হয়ে বসে বলল, কী! কী! হয়েছেটা কী? আবার বামা নাকি? উরোস   ! আবার বামা ! নাঃ, এবার আমি বৃাবন   চলে যাব।

পুট হিহি করে হসে বলল, ভয় পা কন ? এবার কউ বামা ফলতে এলে এই দাখো আমার পিল। ঠাঁই করে লি চালিয়ে দব।

নিজের এয়ার পিলটা তলে খাসনবিশকে দখাল পুট। খাসনবিশ বলল, ওরে বাবা, এয়ার পিল দিয়ে কি আর ওদের ঠকানো যাবে?

পুট খাসনবিশকে ঘুমোতে দিল না। জার করে বাড়ির বারাায় এসে দুটো চয়ারে বসল দু'জনে।

একটা ভূতের গ বলো তা খাসনবিশদাদা।

খাসনবিশ একটা হাই তলে গটা সবে ফাঁদতে যাল। ঠক এই সময়ে টমি কুকুরটা ঘাউ-ঘাউ করে গটের দিকে তড়ে গল।

খাসনবিশ আঁতকে উঠে বলল, ওই র ! এসে গছে বামা।

পুট ভয় খল না। পিলটা তলে স চয়ার থকে নমে গটের কাছে ছটে গিয়ে আবছা অকারে একটা লাককে দখতে পল।

লাকটা একটা ছাট ব ুকের মতো জনিস বাগিয়ে ধরে আছে। অন হাতে একটা কী জনিস দ লাতে-দালাতে টমিকে বলছে, আয়, আয়, খাবি আয়।

গায়ো -গে কুকুরকে বিষ-মশানো খাবার খাওয়ানোর গ অনেক পড়েছে পুট। স চঁ চিয়ে উঠল, এই তমি ক ? কী চাই?

লাকটা ভয় পল না। বলল, রাসো বাপু, রাসো। অত চঁ চামেচি কারো না। আমি ভূত ছাড়তে এসেছি। অনেক শ কাজ আছে হাতে। আগে এই মাংসের টকরোটা তামাদের কুকুরটাকে খাওয়াতে হবে। তারপর ভূত ছাড়তে হবে। তারপর আরও আছে।

বলে লাকটা টমির দিকে মাংসের টকরোটা ছুঁড়ে দিতেই পুট চঁ চাল, আই খবদার। বলেই স তার পিল চালিয়ে দিল।

'বাপ র। মরে গলুম র' বলে লাকটা চঁ চাতে করতেই চারদিক কত করে লাকটার হাতের ব ুকটা থকে ফুলঝুরির মতো লি ছটতে লাগল।

পুট দাদুর কাছে মিলিটারির অনেক কায়দা শিখে নিয়েছে। লি চলতেই স উপুড় হয়ে য়ে পড়ল। আর টমি ভয় পয়ে ভীষণ চঁ চাতে লাগল।

লাকটা লি ছুঁড়তে-ছুঁড়তেই দৌড়ে পালিয়ে গলে পুট উঠে মাংসের টকরোটা তলে দওয়ালের বাইরে ফলতে যাল। হঠাৎ খয়াল হল, রাার কুকুররা বা কাকটাকেরা যদি খায়?

বিকট শ   বাড়িসু   লাক উঠে পড়েছে। গগনবাবু বরিয়ে এসে থমথমে মুখ করে সংপে   ঘটনাটা নে   নাতিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তমি আমাদের বাঁচিয়েছ বটে, কিন্ত খুব বিপদের ঝুঁকি নিয়েছ। খাসনবিশের বদলে আমাকে ডকে নিলেই পারতে! তামার হাতে ওটা কী?

এটা মনে হে   বিষ-মশানো মাংস। লাকটা টমিকে দিতে চাইছিল।

সবনাশ! ওরে খাসনবিশ, ওটা মাটিতে পুঁতে ফল তা এ ুনি।

খাসনবিশ দীড়ে শাবল এনে বাগানের কাণে মাংসের টকরোটা পুঁতে দিয়ে এল।

গগনবাবু সবাইকে উশে   করে বললেন, বাপারটায় তামরা ভয় পয়েছ জানি। বামার পর নগান।   কউ আমাকে দুনিয়া থকে সরাতে চাইছে। কন চাইছে তা বুঝতে পারছি না। তবে একটা সহে   আমার হে। যদি সই সহে   সত হয় তবে বশ গগোলের   বাপার।

ঠক এই সময়ে রসময় এসে ঢকলেন। থরথর করে কাঁপছেন। মুখে কথা সরছে না।

গগনবাবু একট হসে বললেন, আসুন ঠাকুরমশাই, মনে-মনে আপনাকেই খুঁজছি। আমার একজন বিচণ   লাক দরকার।

রসময় কপালে জাড়হাত ঠকিয়ে বললেন, ব ঁচে য আছেন এই ঢর। দুগা, দুগা।

লাকটা ক ঠাকুরমশাই? চনেন ?

রসময় একটা দীঘাস   ফলে বললেন, চিনি। ও হল জগাপাগলা।

গগনবাবু অবাক হয়ে বললেন, জগাপাগলা! বলেন কী ঠাকুরমশাই?

ঠকই বলছি। তবে ওর দাষ নই। পছনে অন লাক আছে।

ক লাক ?

কখনও তার নাম বামাচরণ, কখনও পরেশবাবু। কিন্ত হাতে আর সময় নই গগনবাবু। এখনই একবার রাজবাড়ির দিকে যাওয়া দরকার।

গগনবাবু হঠাৎ টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, শূল! আ ঁ। শূলটা নিয়ে যাবে না তা ! চলুন তা , দখি !

ভূত-যটা   হাতে নিয়ে দীড়তে -দীড়তে জগা খুব হাসছিল।

গগনবাবুর বাড়ির আশপাশে মলা ভূত ছড়ে এসেছে আজ। আর ভূতলোর   কী তজ বাপ! আনের   ঝলক তলে র -র করতে-করতে সব বরোতে লাগল। গগনবাবুর ঘরের মধে ছাড়তে পারলে ভাল হত। লাকটা বডড ছা ঁচড়া। ময়ের বিয়েতে জগাকে মাটেই ভাল করে খতেই দিল না!

যা হাক , বাড়ির সামনে য ভূতলো জগা ছড়ে এল তারা কি আর গগনবাবুকে ছড়ে কথা কইবে?

নরে গাড়া ওই ছলেটা এসে য পিড়িং করে কী একটা জনিস ছড়ে মারল! জগার কপালের ডানদিকটা এখন ফুলে ব টনটন করছে। রও পড়ছে বটে। তবে আনটাও তা হে কম নয়। শ -শ কাজ করতে ভারী আন হয় জগার।

রাজবাড়ির কাছাকাছি যখন এসে পড়েছে তখন ক যন তার পাশে-পাশে দৗড়তে লাগল। সই ভূতলোর একটা নাকি? অকারে আবছায়ায় তাই তা মনে হে !

জগা চাখ পাকিয়ে বলল, যাঃ, যাঃ, এখানে কী? যখানে ছড়ে এসেছি সখানে গিয়ে দাপাদাপি কর।

ভূতটা বশ বির গলায় বলল, এবারও পারলে না তা ?

পরেশবাবু য ! ওফ, ভূত যা ছ ড়ে এসেছি আর দখতে হবে না। এতণে ভূতেরা দয লাগিয়ে দিয়েছে গিয়ে দখুন গগনবাবুর বাড়িতে।

পরেশবাবু বললেন, মাটেই তা নয় জগা। ভূতলো সব মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

জগা অবাক হয়ে বলল, বলেন কী মশাই? মুখ থুবড়ে তা পড়ার কথা নয়।

পরেশবাবু বির হয়ে বললেন, তামার ওপর বড় ভরসা ছিল হ ! এ-গাঁয়ে তামার মতো বীর আর ক ?

আে , স তা ঠক কথা।

নিজে পারলে অবশ তামাকে ক দিতাম না। কিন্ত ওইখানেই য মুশকিল। নিজে হাতে মশা-মাছিটা অবধি মারতে পারি না আমি। সইজনই তা চাকরিটা ছাড়তে হল।

জগা কথাটার পা ঁচ ধরতে পারল না। তবে হাসির কথা ভবে খুব হাসল। বলল, মশা-মাছি আমি খুব মারতে পারি।

রাজবাড়ির দউড়ির উলটো দিকে জগাকে নিয়ে ঠলে দাঁড় করিয়ে পরেশবাবু বললেন, এবার যন ভল না হয়, দখো।

জগা বলল, না, না ভল হবে ক ন? সাজা কাজ। তবে কাজটা যন কী পরেশবাবু?

ওই য দউড়ির বাইরে হয়া আর রামুয়া দুভাই পাহারা দিে দখেছ ? দুজনের হাতেই পাকা বাঁশের লাঠ।

ও আর দখব কী? রাজ দখছি।

তা হলে এবার এগিয়ে যাও। একেবারে কাছাকাছি গিয়ে যটা ভালমতো তাক করে ভূতলো ছড়ে দিয়ে এসো। এবার যন আর কাজ প করে দিয়ো না।

না, না, আর ভল হবে না। তা এর পর আরও শ -শ কাজ দ বেন তা পরেশবাবু?

মলা কাজ পাবে। কাজের অভাব কী?

জগা খুশি হয়ে বলল, কউ কাজ দয় না মশাই, তাই বসে থ কে-থকে আমার গতরে য়োপোক া ধরে গল। এইসব কাজকম নিয়ে থাকলে সময়টা কাটেও ভাল।

হাঁ, হাঁ, এবার যাও, কাজটা উার করে এসো।

য আে !

ভূত ছাড়া ভারী মজার কাজ। জগা ভূত-যটা বগলে নিয়ে গটগট করে এগিয়ে গল। কাজ খুবই সাজা। দউড়ির মাথায় একটা ডম লছে। সই আলোয় হয়া আর রামুয়াকে দখা যাে।

জগা যটা তলে ঘাড়া টপে ধরল। আর সে -সইে আনের ঝলক তলে রাশি-রাশি ভূত ছটে যতে লাগল হয়া আর রামুয়ার দিকে। ভূতলোর কী তজ ! কী শ। বাবা র। যটা তার হাতের মধে লাফাে যন !

দউড়ির আলোটা চরমার হয়ে অকার হয়ে গল চারদিক। ঝপঝপ করে কী যন খসে পড়ল। হ য়া আর রামুয়া বিকট চিৎকার করে উঠল, "বাপ র ! গছি র !

তারপরই জায়গাটা একদম নি হয়ে গল। পরেশবাবু প ছন থকে এসে যটা জগার হাত থকে নিয়ে বললেন, বাঃ, এই তা দিবি পরেছ।

জগা একগাল হসে বলল, এ আর এমন কী? তা আর ভূতটত ছাড়তে হবে না?

পরেশবাবু যট া একট নাড়া দিয়ে বললেন, ভূত শষ হয়ে গছে। আবার ভূত ভরলে তবে ভূত ছাড়তে পারবে। এখন চলো, অনেক কাজ আছে।

মাটতে চিতপটাং হয়ে পড়ে আছে। দুজনেরই কপাল আর শরীর রে মাখামাখি। পরেশবাবু নিচ হয়ে হয়ার টাক থকে একট ভারী চাবির

গাছা বর করে নিয়ে বললেন, এবার শূল।

জগা হয়া আর রামুয়ার রা অবা দখে বলল, আা মশাই, ভূতেরা কি এদের মারধর করেছে?

তা করেছে।

কিন্ত মারধরের তা কথা ছিল না। ধু ভয় দখানোর কথা।

ব -আদবদের মারধরও করতে হয়। এবার চলো, চটপট কাজ সরে ফলি।

জগার একট ধ লাগছিল। তার মাথাটাও হঠাৎ যন ঝমঝম করছে। তবু স পরেশবাবুর পিছ-পিছ চলল।

দউড়ির ফটক ঠলে পরেশবাবু ঢকলেন। রাজবাড়ির ম কাঠের দরজা চাবি দিয়ে খুলতে তাঁর ম াটেই সময় লাগল না। পরপর কয়েকটা ঘর পার হয়ে একটা ঘরের ব দরজা খুললেন পরেশবাবু। টচের আলোয় দখা গল , ঘরের দওয়ালে কাঠের া থরে-থরে তাপরাজ ার অশ সাজানো। বিশাল ধনুক, ম তলোয়ার, কা ভ , বিপুল গদা। কানওটাই মানুষের ববহারের উপযোগী নয়, এতই বড় আর ওজনদার সব জনিস। পরেশবাবুর টচের ফাকাসটা রি হল শূলটার ওপর। লটাও দওয়ালের গায়ে একটা কাঠের ম া শাওয়ানো।

এসো হ জগা, একট কাঁধ দাও।

য আ !

দু'জনে মিলেও শূলটা তলতে বশ কই হল। শূলটা বয়ে দুধসায়রের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে জগা হঠাৎ জসে করল, আা পরেশবাবু, হয়া আর রামুয়া মরে যায়নি তা ?

পরেশবাবু চাপা গলায় বললেন, মরলে তা তমি বাহাদুর। আজ অবধি আমি কাউকে মারতে পারলাম না, তা জানো? আমার ওই একটাই দুঃখ।

দুধসায়রের অনেক ঘাট। সব ঘাট ববহার হয় না। সরকমই একটা অববত ঘাটে একটা ডিঙ নৌকো বাঁধা। পরেশবাবু সাবধানে ডিঙর ওপর লটা ইয়ে রাখলেন। তারপর জগার হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে বললেন, যাও, গিয়ে ঘুমোও। কাল সকালে ওই টাকা দিয়ে জলিপি খয়ো।

কিন্ত জগাপাগলার হঠাৎ যন কিছু পরিবতন ঘটে গল। টাকাটা হাত ঝড়ে ফলে দিয়ে হঠাৎ জগা চচিয়ে উঠল, মাটেই ওটা ভূতয নয়। ওটা ব ুক। আপনি আমাকে দিয়ে খুন করালেন পরেশবাবু?

পরেশবাবু একগাল হসে বললেন, কন , খুন করে তামার ভাল লাগছে না? একটা খুন করতে পারলে আমার কত আন হত জানো?

জগা হঠাৎ পরেশবাবুকে জাপটে ধরে চঁচিয়ে উঠল, আপনাকে আমি ছাড়ব না। পুলিশে দব।

ঠক এই সময়ে পছনের অকার থকে একজন লা , খুব লা লাক এগিয়ে এল। তার হাতে উলটো করে ধরা একটা পিল। লাকটা পিলটা তলে তার ভারী বাঁটটা দিয়ে সজোরে জগার মাথার পছনে মারল। সে -সে অ ান হয়ে পড়ে গল জগা। লাকটা জগার দহটা টনে ঘাটের আগাছার জলে ঢকিয়ে দিয়ে নৌকোয় উঠে পড়ল।

তারপর দু'জনে চটপট হাতে বঠা মরে তীর গতিতে বাতাসী পের দিকে এগোতে লাগল।

৭

একট বাদে যখন গাঁয়ের লাকজন এসে রাজবাড়িতে হাজর হয়ে রামুয়া আর হয়ার অবা দখল তখন সকলেই 'হায়! হায়' করতে লাগল। রসময় একটা দীঘাস ছড়ে গগনবাবুকে বললেন, 'নিদোষ পাগলটা খুনের দায়ে এবার না ফাঁসিতে ঝালে ?'

গগনবাবু টচের আলোয় ভাল করে হয়া আর রামুয়াকে দখে বললেন, 'ভয় নই , এদের কারও গায়ে নগানের লি লাগেনি, মরেওনি। মনে হে আনাড়ি হাতে এলোপাথাড়ি লির ঘায়ে দউড়ির বাতিদানটা খসে হয়ার ঘাড়ে পড়েছিল। আর দওয়ালের ম চাবড়া খসে রামুয়ার মাথায় চাট হয়েছে। তবে চাট স্যাতিক কিছ নয়। দুজনেই শ ধাতের লাক। কিছ হবে না।'

গগনবাবুর পিছ-পিছ গাঁয়ের লাকেরা রাজবাড়ির ভতরে ঢকে দখল , তাপরাজার শূল হাওয়া।

গগনবাবু গীর গলায় মদন হাজরাকে বললেন, মদনবাবু, এখনই একটা নৗকোর ববা কন , আমাদের বাতাসা ীপে যতে হবে।

তার আর কথা কী? ওরে লবাগ সিং, শিগগির গিয়ে ছলেদের ঠলে তাল।

গগনবাবু বললেন, বশি লাক যাওয়া চলবে না। শ সাড়া হলে মুশকিল হবে। ধু আপনি, আমি আর রসময়বাবু যাব, আর লবাগ সিং।

একট বিবণ মুখে মদন হাজরা বললেন, ইয়ে, তা বশ কথা। কিন্ত গগনবাবু, ওদের কাছে য নগান আছে।

তা থাক। আমাদের একট ঝুঁকি নিতেই হবে। আপনার আর আমার দু'জনের পিল আছে। তমন হলে পালটা লি চালানো যাবে। চলুন।

ঘাখানেক বাদে একট ডিঙ নৗকো অকারে নিঃশে এসে বাতাসা ীপের একটা আগাছায় ভরা পাড়ে লাগল। চারজন নিঃশে নামলেন। টচ না লে ধীরে-ধীরে জলের ভতর দিয়ে এগোতে লাগলেন তাঁরা।।

দখা গল , বাতাসা ীপটা গগনবাবুর একেবারে মুখ। কা বাড়িটার সামনের দিক দিয়ে গলেন না গগনবাবু। চাপা গলায় বললেন, 'উরদিকে একটা জমাদার যাওয়ার দরজা আছে। সটার খবর অনেকে জানে না।'

গগনবাবু টচ না লেই ভাঙাচোরা রাায় খায়া , পাথর আর জল ভদ করে দরজাটার কাছে পৌছলেন। খুব সপ ণে দরজাটা টানতেই কাচ করে সামান ফাঁক হল।

গগনবাবু একট অপো করলেন। তারপর ফর খুব স পণে দরজাটা আবার টানলেন। আবার কাচ করে শ। তবে মানুষ গলে যাওয়ার মতো পরিসর সৃ হল। থমে মাথা নিচ করে গগনবাবু এবং পছনে তিনজন ধীরপায়ে ভতরে ঢকলেন। সামনে জমাট অকার।

গগনবাবু ফিসফিস করে বললেন, আলো ালাবেন না। আমার পিছ-পিছ আসুন। সামনে তিন ধাপ সিড়ি আছে। তারপর হলঘর। হলঘর পরিয়ে দাতলার সিঁড়ি।

হলঘর পরিয়ে সিঁড়ি বয়ে উঠতে অনেক সময় লাগল। সব কাজই করতে হল সপণে । তা ছাড়া পুরনো ভাঙা বাড়িতে ইট-কাঠ-আবজনা এত জমে আছে য , পা রাখাই দায়!

দাতলার চাতালে বুকসমান ইট-বালি-সুরকি জমে আছে। ভাঙা ছাদের একটা অংশ খসে পড়েছে এখানে। কাথায় যন একটা তক ডকে উঠল।

চাপা গলায় গগনবাবু বললেন, ডাইনে। সাবধান, এখানে একটা জায়গা ভঙে পড়ায় ফাঁক হয়ে আছে।

এগোতে বাবিকই ক হল। গগনবাবুর মিলিটারি নিং আছে, আর কারও তা নই।

অত বিশ কদম গিয়ে ডানধারে একটা দরজার কাছে দাঁড়ালেন গগনবাবু। ঘরের ভতরে ঘটাং-ঘটাং করে দুটো শ হল। ল াহার গায়ে লাহার শ।

গগনবাবু সপণে মুখটা বর করে দখলেন , ম লটা দওয়ালের এক জায়গায় ঢাকানোর চ করছে দুটো লাক। তাদের একজন খুব, খুবই লা। অত সাড়ে সাত ফুট হবে।

হঠাৎ জলদগীর রে গগনবাবু বলে উঠলেন, ী , আমি তামাকে ফতার করতে এসেছি।

সে -সে ভত রে ঠঙাত করে বিকট শ হল। লটা ফলে দিল হয়তো। আর তারপরেই টারা -রা-রা... টারা -রা-রা... ঝাঁকে ঝাঁকে লি ছুটে আসতে লাগল খালা দরজা দিয়ে।

রসময় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। মদন হাজরা বাপরে' বলে চিৎকার দিয়ে, সিঁড়ির দিকে দ ৌড়তে গিয়ে ইট-বালির স্তপে হমড়ি খয়ে পড়লেন। লব াগ দওয়ালে স ঁটে দাঁড়িয়ে জারে -জারে দুগা দুগতিনাশিনী জপ করতে লাগল।

ধু অচল গগনবাবু ঘাবড়ালেন না। পায়ের কাছ থকে একটা আধলা ইট তলে নিয়ে লির মুখেই আচমকা দরজা দিয়ে ভতরে সজোরে ছুঁড়ে মারলেন।

লির শ থামল। ভতরে ক যন একটা কাতর আতনাদ করে ধপাস করে পড়ে গল।

গগনবাবু ঘরে ঢকে টচ ললে ন। দখা গল লা লাকটা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। আঙলের ফাঁক দিয়ে র গড়িয়ে নামছে। তীয় লাকটা হাতে পিল নিয়ে বিবণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

গগনবাবু নগানটা তলে লির মাগাজনটা খুলে নিলেন। তারপর তীয় লাকটার দিকে চয়ে একট হসে বললেন, কী া , লি করবে নাকি? তা চালাও দখি লি , কমন পারো দখি।

া পিল তলল, গারে আঙল রাখল, তারপর দাঁতে দাঁত চাপল, চাখ বুজল। কিন্ত লি করতে পারল না। তার হাত থরথর করে কাঁপতে লাগল। শষে স হঠাৎ হাউমাউ করে ক ঁদে ফলে বলল, না, পারছি না! পারছি না।

গগনবাবু এগিয়ে গিয়ে তার হাতের পিলটা তলে নিলেন। লাকটা বাধা দিল না।

দৃশটা দখে রসময় অবাক! হাতে পিল থাকা সও া কন গগনবাবুকে লি করল না সটা বুঝতে পারলেন না তিনি।

গগনবাবু হাঁক দিলেন, লবাগ সিং।

লবাগ এবার বুক চিতিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, বলুন সার।

এই ঢাঙা লাকটার হাতে হাতকড়া পরাও।

বহত আা সার। বলে লবাগ পটাং করে লাকটার হাতে হাতকড়া পরিয়ে বলল, আর উনি।

গগনবাবু মাথা নড়ে বললেন, একে পরাতে হবে না। তারপর ীর দিকে ফিরে গগনবাবু ধু বললেন, বিাসঘাতক ! কাপুষ !

মাঝবয়সী, গাঁটাগোটা চহারার ী নামের লাকটা মাথা নিচ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ব ুক-পিলের মাঝখানে রসময় বড়ই অ বাধ করছেন। তবু কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, গগনবাবু, আপনার বড় দুঃসাহস। ওভাবে পিলের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা আপনার উচিত হয়নি। লাকটা লি করলে কী য হত!

গগনবাবু একটা দীঘাস ফলে বললেন, রামলাল ীকে আপনি যদি চিনতেন তা হলে ওর পি লের সামনে দাঁড়াতে আপনারও ভয় করত না।

দাঁড়িয়ে দৃশটা দখছিলেন। বললেন, লাকটা ক গগনবাবু?

মিলিটারিতে আমার বাটালিয়নে ই চাকরি করত। কিন্ত ও একট অদ্ভত সাইকোলজকাল ক স। মিলিটারি হয়েও জীবনে কানওদিন কাউকে মারতে পারেনি, এমনকী, যুরে সময়েও না, মানুষ মারা তা দূরে থাক, একবার ফাঁদে পড়া একটা ইঁদুরকে মরে ফলতে বলেছিলাম ওকে। তাও পারেনি। তা বলে ওকে খুব অহিংস ভাববেন না যন। নিজে মারতে পারে না বটে, কিন্ত অনকে দিয়ে খুন করাতে ওর আপি তা নই -ই, বরং আহ আছে। খুনখারাপি বরং ও ভালইবাসে এবং তা ঘটানোর জন সব আয়োজন করে দয়। ধু নিজে হাতে কাজটা করে না। যদি তা পারত তবে অনেক আগেই আমাদের উড়িয়ে দিত। সটা পারেনি বলেই ও জগাপাগলাকে কাজে লাগিয়েছিল।

কিন্ত ওই ঢাঙা লাকটা তা ছিল!

ঢাঙা লাকটা থরথর করে কাঁপছে ভয়ে। গগনবাবু তার দিকে চয়ে মাথা নড়ে বললেন, একেও আমার খুব বলবান বা সাহসী বলে মনে হে না। বরং সহে হে , পিটইটারি ারে গগোলে হঠাৎ ঢাঙা হয়ে গিয়ে অসুবিধেয় পড়ে গছে শরীরটা নিয়ে। কী হ ী , ঠক বলছি?

ী মৃদুরে বলল, হা ঁ, সার, ঠকই বলছেন। ও আমার মাসততো ভাই ধরণী। হঠাৎ হঠাৎ দু-একটা সাহসের কাজ করে ফলে বটে, নইলে যমন ভিত তমনই অপদাথ। শরীরটাও বডড লগবগে, বছরের মধে আট-ন মাসই অসু হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে।

ঘটনাটা ভঙে বলবেন? মনে হে আপনি এই ঘটনার আদোপা জানেন।

গগনবাবু মাথা নড়ে বললেন, হা ঁ জানি। ধু জানি বললে সবটা বলা হবে না। আমিই এই ঘটনার পালের গাদা।

তার মানে?

গগনবাবু মৃদু হসে বললেন, সবটা না বললে কি বুঝবেন?

সবটাই বলুন।

আমি যখন ছাট ছিলুম তখন এই বাতাসা ীপের রাজার বাড়ি আমাকে খুবই আকষণ করত। অনেকের মতো আমারও মনে হত, বাধ হয় রাজবাড়িতে ধন আছে। তাই য়েই এসে আমি এখানে-ওখানে গত করে দখতাম। একদিন আমার হঠাৎ খয়াল হল, রাজবাড়ির দওয়াললো খুব পু বটে, কিন্ত পমদিকে দাতালার এই ঘরের দওয়ালটা যন আরও অনেকটা বশি পু। টপ দিয়ে মপেও দখলাম , আমার অনুমান সতি। তখন একদিন নিত রাতে একা এসে দওয়ালের চাপড়া ভাঙতে লাগলাম। খুব শ আরণ ছিল, ভাঙতে রীতিমতো গলদঘম হতে হয়েছিল আমায়। য় ছ'ই পু আরণ সরিয়ে দখি , ভতরে একটা লাহার সি ুকমতো রয়েছে। চাবির ছিটা দখে আমি অবাক! এত বড় ফুটোর চাবিও বিরাট বড় হওয়ার কথা। ধু মুখটাই বড় নয়, ছিরে মধে একটা শলা ঢকিয়ে দখেছি খুব গভীরও বটে। সি ুক তা পাওয়া গল , কিন্ত এর চাবি কাথায় পাওয়া যায়? চাবি না প লে 'গাস কাটার' দিয়ে কাটতে হয়। কিন্ত আপনাদের আগেই বলে রাখছি, আমার ধন গাপ করার মতলব ছিল না। আমি চার নই, কীত হলী মা।

রসময় বললেন, স আমরা জানি। নইলে অনেক আগেই আপনি ধন সরিয়ে ফলতে পারতেন।

ঠক কথা। যাই হাক , আমি ভাঙা জায়গাটা সারারাত জগে আবার মরামত করি। পাছে লাকে বুঝতে পারে সই ভয়ে পুরনো চন-বালি লাগিয়ে তার ওপর ঝুল-কালি ভরিয়ে দিই। তারপর চাবিটার কথা চি করতে থাকি। এত বড় চাবি ত াপরাজা কাথায় রাখতে পারেন! হয়ার কাছে যসব চাবি আছে সলো বড় বটে, তবে এত বড় নয়। রাজবাড়ির ভ তরে ঢকেও তত করে খুঁজে দখেছি। রাজবাড়িতে জনিসপ বলতে তা কিছই এখন নই। রাজা মহাতাবের আমলেই সব বি হয়ে গছে। থাকার মধে আছে ধু আগারটা। তা সখানে খুঁজতে-খুঁজতে হঠাৎ শূলটার ওপর আমার চাখ পড়ে। আযে র বিষয়। শূলটার চাখা দিকটায় কিছ অদ্ভত ধরনের খাঁজ কাটা আছে। আমি চাবির ছিরে মাপ এবং নকশা নিয়ে রখেছিলাম। মিলিয়ে দখলাম , হবহ মিলে গল।

মদন হাজরা অবাক হয়ে বললেন, তাও কিছ করলেন না? এতদিনে তা রাজা হয়ে যতে পারতেন মশাই।

গগনবাবু মাথা নড়ে বললেন, না, পারতাম না। রাজা তাপের বধ ওয়ারিশন আছেন। তিনি আমেরিকায় থাকেন, নাম মহে। আমি তাঁকে একটা চিঠ লিখে বাপারটা জানাই। তিনি আমাকে জবাবে লিখলেন, তাঁর দশে ফ রার আ সাবনা নই। যদি কখনও ফরেন তখন এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন।

আসলে মহে ওখানে ববসা করে চ র টাকা করেছেন। ধন তাঁকে টানেনি। আর ধন কিছ আছে কি না তাও তা অজানা।

মদন হাজরা উজেত হয়ে বললেন, খুলে দখলেই তা হয়।

গগনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, না, হয় না। ওটা আমাদের অনধিকার হপে হয়ে যাবে মদনবাবু।

তা বটে!

আমি একটাই ভল করেছি। কারের উরে একটা ভীষণ দুগম জায়গায় পাি ং-এর সময় এই রামলালীর সে আমার চনা হয়। আমার খুব দখানো করত। একদিন খুব দুযোগের রাতে ছাউনিতে বসে গ করতে-করতে এই ঘটনাটা বলে ফলি। তখন কনাও করিনি য , রামলালী এই অজ-পাড়াগাঁ খুঁজে বর করে ধন বাগাবার চা করবে। ধু তাই নয়, সাী মাণ লাপ করার জন আমাকেও ধরাধাম থকে সরাতে চাইবে। লাভ য মানুষকে কাথায় টনে নামাতে পারে, ভবে শিউরে উঠছি। এবার থকে বাতাসাীপেও পাহারা বসাবার ববা করতে হয়াকে বলতে হবে। বাপারটা যখন জানাজানি হয়ে গল তখন আর ঝুঁকি নওয়া উচিত হবে না।

সবাই নিবাক হয়ে রইল।

দুধসায়রের এক আঘাটায় খুব ভারবেলা চাখ মলে চাইল জগা। মাথাটা টনটন করছে বড়। চারদিকে ঝাপঝাড়ের মধে স পড়ে আছে কন , তা থমে বুঝতে পারল না। তারপর ধীরে-ধীরে স উঠে বসল এবং সব ঘটনাই তার মনে পড়ে গল। স হঠাৎ টর পল , তার ৃতিশ ঝকঝক করছে এবং পাগলামির চিমা আর তার মাথায় নই। ভারী াভাবিক লাগছে তার। তবে মনটা অপরাধবোধে আ। স ধীরে-ধীরে উঠল। ভাবল, থানায় গিয়ে নিজের অপরাধ কবুল করে ধরা দয়।

তা গিয়েওছিল জগা। কিন্ত মদন হাজরা তাকে পাাই দিলেন না। বললেন, “যাও, যাও, ওসব ছাটখাটো অপরাধের জন ফতারের দরকার নই। আসল কালটি য ধরা পড়েছে এই ঢর৷

বিকেলে গগনবাবুর বাড়িতে গাঁয়ের মলা লাক জড়ো হয়েছে। ঘটনা নিয়ে তমুল উজেত   আলোচনা হে।   এমন সময়ে রামহরিবাবু শশব   এসে ঢকলেন। গলায় খুব উগে। বললেন, ও গগনবাবু, নছি   নাকি আমাদের জগাপাগলার পাগলামি সরে গছে !

সবাই সমরে   বলে উঠল, হা ঁ-হাঁ, একেবারে সরে গছে।

রামহরিবাবু ডবল উগেের   গলায় বললেন, তা হলে তা চাির   কথা হল মশাই! গাঁয়ে মাটে ওই একটই পাগল ছিল, সও যদি ভাল হয়ে যায় তা হলে কী হবে? পাগল ছাড়া গাঁ য ভারী অল ু নে!

সবাই হাসতে লাগল।

Table of Contents

১
২
৩
৪
৫
৬
৬
৭